ভূমিকা

মানুষ কর্তৃক যখন মানুষ শোষিত হয়নি, তখন শোষণ হতে মুক্তির প্রশ্ন ছিল অবান্তর।মানুষ কর্তৃক মানুষ যখন পরাধীন হয়নি, তখন পরাধীনতা হতে স্বাধীনতার চিন্তা করার আবশ্যকতা ছিল না। মানুষ কর্তৃক মানুষ যখন নির্যাতিত হয়নি, তখন নির্যাতন হতে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা মানুষ করেনি। মানুষ কর্তৃক মানুষ যখন শাসিত হয়নি, তখন অন্যের শাসন তথা পরাধীনতা হতে মুক্তি প্রত্যাশী হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। যখন মানুষ মানুষের উপর প্রভুত্ব কায়েম করেনি, তখন প্রভুদের প্রভুত্ব হতে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা করার আবশ্যকতা ছিল না। মানুষ যখন মানুষকে দমন-পীড়ন করার জন্য নানান বাহিনীর পত্তন করেনি, তখন দমন-পীড়ন হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঐসকল বাহিনীর বিলুপ্তি চিন্তা করার প্রশ্ন অকল্পনীয়। মানুষ যখন মানবজাতিকে ভাগ-বিভাগ করেনি, তখন শ্রেণী শাসনের কবল হতে মুক্তি লাভের চিন্তা করেনি।

মানুষ যখন শ্রেণী শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল না, তখন শ্রেণী স্বার্থ রক্ষায় শ্রেণী শাসনের জন্য রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেনি, তখন রাষ্ট্র সমেত শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী শাসনের যাবতীয় হাতিয়ারাদির বিলুপ্তির মাধ্যমে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অবলুপ্তি সাধনের মাধ্যমে মানব জাতির প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও মুক্তি হাসিলের চিন্তা সমাজে উদ্ভব হওয়ার সুযোগ হয়নি। সর্বোপরি, ব্যক্তিমালিকানা পত্তনের আগে সমাজে কোনো শ্রেণী, শ্রেণী শাসন, শ্রেণী শোষণ, শ্রেণী শাসনের রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্র ইত্যকার বিষয়াদি হতে মানব জাতি মুক্ত ছিল। সুতরাং, ব্যক্তি মালিকানা সমেত শ্রেণী শাসনের সকল সংস্থা, সংগঠন ও রাজনীতি বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীন ও মুক্ত হওয়ার সুযোগ নাই মানব জাতির। তাই, মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম-আন্দোলন করা বৈ মুক্তি ও স্বাধীনতাকামীদের বিকল্প নাই। তবে, বর্তমান পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামী, তথা কমিউনিস্ট বিপ্লবী। তাই, শ্রমিক শ্রেণীর অনুরূপ আন্দোলন সংগঠন ও সংঘটনে সহযোগীতা করার নিমিত্তে ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৭-৯ ই নভেম্বর, ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য সেন্টারের৫ম বার্ষিক সভার আলোচ্যসূচির প্রেক্ষিতে আমার এ নিবন্ধ।

শাহ্ আলম

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০১৪।

আমি কেন স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলনে

অপরের শ্রমে পরজীবীতার ঘৃণ্য জীবন-যাপনের জন্য মানুষ মানুষকে শোষণ করার সূত্রপাত ঘটিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ প্রভু বনে মুক্ত ও অবিভক্ত মানব জাতিকে দাস - প্রভু শ্রেণীতে ভাগ-বিভাগ করে দাসতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের জন্ম দিয়ে কেবলমাত্র দাসদেরকেই পরাধীন করেনি, বরং খোদ দাস প্রভুরা পরাধীন হয়েছে দাসতান্ত্রিক বিধি-বিধান, আচার-আচরণ, সংস্কার-ঐতিহ্য, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ইত্যকার বিষয়াদি দ্বারা। তবে, একই সাথে শ্রেণী মুক্ত তথা দাসত্বের বন্দী দশা হতে মুক্ত হওয়ার আকাংখাও জন্মলাভ করেছে দাসতন্ত্রের জন্ম হতেই। দাসতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিদ্রোহ করেছিলেন স্পার্টাকাস ও তার সংগীরা। সামন্ততন্ত্র সহ প্রাক-পুঁজিতন্ত্রী সকল সমাজের অধিপতি শ্রেণীকে পরাজিত ও পরাভূত করে পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণীও স্বাধীনতা ও মুক্তির শ্লোগান দিয়েছিল। আবার পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা অটুট রেখেই নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পুঁজিপতিরাই। কিন্তু, এসব নবগঠিত রাষ্ট্রগুলোর শ্রমজীবী মানুষ যেমন পুঁজিতান্ত্রিক শৃংখলে বন্দী তেমন মুক্ত ও স্বাধীন নয় পুঁজিপতি শ্রেণীও। এমনকি পুঁজিতন্ত্রীর স্বার্থের সেবক তথা পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থাপকগণ অর্থাৎ খোদ রাষ্ট্রিক নির্বাহীরাও মুক্ত বা স্বাধীন নয়, বরং তারাও কেবল রাষ্ট্রিক নয়, বরং নানান বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের নানান নিয়ম-বিধি ও শৃংখলের জালে আটক ও বন্দী।

অতঃপর, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কেউ মুক্ত বা স্বাধীন নয়। তবে, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ এবং তদার্থে মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসনের বিনাশ ও বিলুপ্তি হচ্ছে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও মুক্তির শর্ত। অবশ্য, পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণী স্বীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা হাসিলের শর্তে শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে স্বাধীন ও মুক্ত মানুষদের এক শ্রেণীহীন, তাই, রাজনীতি ও রাষ্ট্রহীন সমাজ - কমিউনিস্ট সমাজ। এটাই হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতি। সুতরাং, কমিউনিস্ট সমাজের ভিত্তি পুঁজিতন্ত্রই জন্ম দিয়েছে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের ধারণা সমেত পুঁজিতন্ত্র বিনাশী তথা কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকীয় বৈজ্ঞানিক

তথ্য-সূত্র। অতঃপর, কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর কমিউনিস্ট আন্দোলন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলন ।

তবে, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিজম সম্পর্কে প্রচার-অপপ্রচার, সত্য-মিথ্যা, ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি, কল্পকথা ও বানোয়াটি রটনা, মিথ্যাচার-নিন্দাবাদ, ভয়-ভীতি, সংশয়-সন্দেহ ইত্যকার নানান বিষয়াদি বহুদিন থেকে তামাম দুনিয়াব্যাপী বিরাজমান। যদিচ, লেনিনীয় কমিউনিজমের ভুতুড়ে কাহিনীর আধিক্য ও প্রাবল্য নেহাৎ কম নয়। কিন্তু, কার্যত ১৮৯৬ সালের পর হতে প্রকৃতার্থেই কমিউনিস্ট আন্দোলন দুনিয়ায় অনুপস্থিত। তবে, আমরা কয়েকজন নতুন করে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে ২০০৯ সাল হতে তৎপর আছি। অতঃপর, ইতঃপূর্বে আমাদের বিভিন্ন বই-পুস্তকে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনের হেতুবাদ বিবৃত হয়েছে। তবে, জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বহুদিন অবস্থান করা সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা ও মুক্তি তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমার সক্রিয় থাকা বিষয়ক একটি বিবৃতি সেন্টারের এবারের বার্ষিক সভার আলোচ্য সূচির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রাসংগিক।

অর্থ নাই যার নিরর্থক জীবন তার। অর্থ-বিত্তই জীবনের সাফল্য লাভের মাপকাঠি। তাই জীবনকে স্বার্থক করতে জীবন ঘোড়াটাকে কেবলই অর্থ -বিত্তের পিছনে দাবড়াও। তাতে-অর্থ-বিত্ত,সুখ-শান্তি,মান-যশ, খ্যাতি ও ক্ষমতা সবই পাবে। কাজেই, জীবনের মোক্ষলাভ,অর্থ-বিত্ত লাভে। এমন কথা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি।

তবে, এসব কথার অর্থতো একটাই- টাকা কামাও, আখের গোছাও, খাও-দাও ফূর্তি কর , সুখে থাক, ক্ষমতার দাপট দেখাও, তাই,কেবলই অর্থের পিছনে দৌড়াও; অর্থাৎ অর্থ-বিত্ত কামানোর ধান্ধাই, জীবন। কাজেই, জীবনের জন্য অর্থ নয়, বরং অর্থের জন্য জীবনটাকে ব্যবহার ও বাঁচিয়ে রাখা স্বার্থক জীবনের মানদন্ড বটে প্রথাগত বোধে। অথচ, তাতে মানব জীবন হয়ে পড়ে অর্থের গোলাম। কেবল গোলামই নয়,তা বরং জৈবিক নিয়মে জন্ম নিয়ে, জৈবিক অস্তিত্বের শর্তে বেঁচে-বর্তে কেবলই জৈবিক লালসায় ও তাড়নায় ক্ষুন্নিবৃত্তি ও নতুন প্রজন্ম উৎপন্নে পশুবৎ-বৃক্ষসুলব জীবন।

অর্থ-বিত্ত থাকার ও রাখার বিড়ম্বনা নেহাৎই কম নয়। আবার,অর্থ-বিত্ত না থাকলেও জীবনে কষ্ট, যন্ত্রণা ও দুর্দশাও কম নয়। বিপুল অর্থ-বিত্তের ভান্ডারের ভান্ডারী বিলিয়নিয়াররাও সমস্যা ও বিড়ম্বনা মুক্ত নয়, আবার অর্থহীন মজুরেরাতো জীবনের

প্রাথমিক চাহিদা পূরণের অক্ষমতা ও ব্যর্থতার যন্ত্রণা ও গ্লানিতে নিত্যাক্রান্ত। আসলে, অর্থ থাকলেও সমস্যা, না থাকলেও সমস্যা ।

আবার, 'অর্থই সকল অনার্থের মূল' এমন প্রবচন শুনে আসছি বোধ-বুদ্ধি হওয়াতক। অর্থ কেন্দ্রিক নোংরামি, নৃশংসতা, বর্বরতা, ঝগড়া-বিবাদ, বিরোধ-বৈরীতা, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, খুন-জখম, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাকার ঘৃণ্য কদাকার ঘটনাবলী সমেত মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, বন্যতা বা আভিজাত্যের অহংকার ইত্যকার বিশ্রী আচার-আচরণ ও ব্যবহারও দেখে আসছি কৈশোরের আগ হতেই। আমার শৈশবে আমার জন্মদাতার অকাল মৃত্যুতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জটিলতা, বিড়ম্বনা, জঘন্যতা,যন্ত্রণা ইত্যাদির তিক্ততায় আমি অভিজ্ঞ হতে শুরু করি ঐ বয়স হতেই । আবার দারিদ্রতার কষাঘাতে অস্তি-চর্মসার মানবীয় প্রাণী তথা দুর্ভোগ-দুর্দশায় আক্রান্ত মর্যাদাহীন গ্রাম্য মজুরদের দেখেছি বাড়ীর চার দিকেই। দেখেছি গ্রাম্য রাজনীতিকদের সাদা মুখোশের আড়ালের কালো মুখের কুৎসিৎ রং এবং তাদের ততোধিক কুৎসিৎ কালো খেলার বলি হতে অনেককে। ধনীকে গরীব আর গরীবকেও ধনী হতে দেখছি নিরন্তর। কিন্তু, শংকা, ভয় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত কাউকে দেখেনি। নিরন্তর সুখিতো নয়ই। তবে,হামবড়াভাব দেখেছি অনেকের; বিশেষ করে, যারা আংগুল ফুলে কলা বা বটগাছ হয়েছে।

মানুষ মানুষকে জীবিকা করার শ্রেণী বিভক্ত সমাজের প্রথমটি- দাসতন্ত্র। দুনিয়ায় এটির প্রথম পত্তনকারী- মিশরের ফারাও ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাকারী ও রক্ষকরা খুন-খারাবী, প্রতারণা, জোচ্চুরি ও মিথ্যাচারে পটু ছিলেন। ভারতেও দাসতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্তরাধিকারের বিবাদে জড়িত "কুরুক্ষেত্র" যুদ্ধের পক্ষদ্বয় তদার্থে আরেক কাঠি সরেস। রামায়নের রাবন পরাজিত ও হত হয়েছে তারই আপন ভাই বিভীষণের ক্ষমতা লিপ্সার প্রাবল্যে । রাজা রামও স্বীয় স্ত্রী সীতাকে হারিয়েছে ক্ষমতার মোহে । শিন্টু ধর্মের ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী- জাপান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা,বর্তমান সম্রাটের আদি পূর্বসূরিও যুদ্ধ ও খুন-খারাবী করেই তদীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি করেছে। গ্রীস উপকথার গড জিউসের ব্যভিচার-অনাচারের কুকৃর্তি সেকালে অতুলনীয়। রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাকারী - গড জুপিটারের দুরাচারী পুত্র গড মার্সের দুস্কর্মজাত- রোমেলাস কেবল হত্যা-খুন, ধর্ষণ ও প্রতারণার রাজনৈতিক কৌশলেই চৌকশ নয়, বরং ক্ষমতার লোভে স্বীয় জমজ ভ্রাতারও খুনি। হত্যাতো বটেই তদুপরি, প্রলোভন, প্ররোচনা, ঘুষ ইত্যকার দুস্কর্মে চ্যাম্পিয়ন ছিল বটে রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কুশলীব জুলিয়াস সিজার। তেমন কর্মে রাণী ক্লিউপেট্রা কম নন রাজকীয় ক্ষমতার মোহে। দুনিয়ায় প্রথম লিখিত আইনের প্রবর্তক বর্বর

সম্রাট হাম্মুরাবীর কোডতো কেবলই হত্যা-খুনের বিধানে ভরপুর কেবলই দাসতন্ত্র সংরক্ষায়। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিষ প্রয়োগে গুপ্ত হত্যায় হাফ গর্ড " গ্রেট" আলেকজান্ডারের পরিবার হয়তো দুই নম্বর নয় তৎকালে। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসার ও রক্ষায় স্বীয় পুত্র হত্যা সহ মানুষ খুনে উন্মত্ত ছিল বর্বর-হিংস্র চেংগিস খান। ভারতের মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সহ দুনিয়ার আরো বহু জনের স্বীয় পিতাকে হত্যা করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বিবরণও কম নয়। ক্রাউন প্রিন্স দারা সহ তিন ভাইকে হত্যা ও পিতা সম্রাট শাহজাহানকে বন্দী করে মোগল সাম্রাজের অধিপতি হয়েছিল প্রিন্স আওরংগুজেব। রাজনীতিতে ব্যক্তিগত ক্ষমতা অটুট ও স্থায়ীকরণে নিজ দলীয় লোক সমেত মানুষ হত্যায় সম্ভবত ইতিহাসে অদ্বিতীয় লেনিনবাদী নেতা ষ্ট্যালিন। রাজনৈতিক ক্ষমতা নিরংকুশ ও নিশ্চিদ্রকরণে দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহযোগী হত্যা-পীড়নে চীনা জাতির ' মহান' শিক্ষক ও ' মহান' দেশপ্রেমিক লেনিনবাদী নেতা মাও সেতুংই বোধ হয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বিত্ত ও ক্ষমতালোভী আফ্রিকার বোকাসাদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুতার খতিয়ান নেহাৎ কম নয়। অথবা, ৮০ বর্ষ ব্যাপী বা সাময়িক যুদ্ধ সহ সকল যুদ্ধের কারণ কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির দখল-বেদখল বা পুনর্দখলে আবশ্যকীয় ক্ষমতা হাসিল। আর যুদ্ধ মানেই সংগঠিত হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ, ও ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যকার বহুবিদ দুস্কর্ম। যুদ্ধের নিমিত্তে প্রস্তুত চোরা-কাঁচি হতে পরমানু অস্ত্র সবই মানুষ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধনের জন্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল, বেদখল বা জবরদখল ও রক্ষণা-বেক্ষণের নিমিত্তে অমন দুস্কর্মের আইনানুগ পেশার পত্তন ও পরিপোষণকারী বটে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষাবলম্ভনকারী রাজনৈতিক ক্ষমতাবানগণই।

লর্ড ক্লাইভ সহ বহু বৃত্তবান-ক্ষমতাবানের স্বয়ং নিগ্রহ ও স্বয়ং খুনের ইতিহাস অজানা নয়। যীশু, জার, কেনেডি, গান্ধী, ষ্ট্যালিন সহ বহু ক্ষমতাবানদের খুন হওয়ার খবরও অজ্ঞাত নয়। পরিবার কেন্দ্রীক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কয়টি যে অংশীদারদের নিজেদের মধ্যেকার বিবাদ-বিসম্বাদ, সংঘাত এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ খুন-খারাবির রেকর্ডমুক্ত তা দূরবীন দিয়ে দেখতে হবে। স্বয়ং-খুনের তথ্যপুঞ্জিতে বিলিনিয়ার নাই এমনটা নয়। মিলিনিয়ারদের স্বয়ং-হত ও হত্যার ঘটনা নেহাৎই কম নয়। বহুজাতিক কোম্পানী গুলোর যুদ্ধ সহ ঘুষ-দুর্নীতির কলংকময় ইতিহাসের বলি অসংখ্য মানুষ।বুর্জোয়াদের নিজেদের আইন-আদালতে দুর্নীতি ও নানান দুস্কর্মের জন্য মৃত্যুদন্ড সহ নানারূপ শাস্তি পেয়েছে দুনিয়ার বহু বৃত্তবান-ক্ষমতাবান।

দুনিয়ার প্রথম বহুজাতিক কোম্পানী ডাস ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, বা অপরাপর নানান কোম্পানী সহ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং হালের বহুজাতিক কোম্পানী-জেনারেল

মোটর্স সহ অসংখ্য বাণিজ্যিক-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হওয়ার খবর পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চিরকালীন স্থায়ীত্বের নজির নয়। অতঃপর, অর্থ-বিত্ত বা ক্ষমতাই যদি সকল সুখের কারণ ও জীবনের সাফল্য হয়, তাহলে ওদের অমন করুন ও দু:সহ পরিণতি কেন? অথবা, স্থায়ী হয়নি কেন মিশরের ফারাও ডাইনেস্টী বা লেনিনের রাষ্ট্র?

অতঃপর, অর্থবান, বৃত্তবান ও ক্ষমতাবানদের ইতিহাস হচ্ছে হত্যা-খুন, ধর্ষণ-ধ্বংসযজ্ঞ ও ধ্বংস সমেত সকল দুস্কর্ম-কুকর্মের লজ্জাস্কর, ঘৃণ্য ও অমানবিকতার কালো ইতিহাস।

অর্থ,বৃত্ত ও ক্ষমতা হারানোর ভয় মুক্ত নয় অর্থবান, বৃত্তবান ও ক্ষমতাবানরা। ওসব রক্ষা ও প্রাপ্তির লোভে যেকোনো ধরণের দুস্কর্ম সাধনেও তারা পিছপা নয়।তবে, তাতে ব্যর্থতাও কম নয়। আবার, দুস্কর্মও প্রতিক্রিয়াবিহীন নয়। তাইতো, ভয়-শংকা মুক্ত ও দুশ্চিন্তাহীন জীবন নয় তাদের। ফলে, সংকট, সমস্যা,হতাশা, দুশ্চিন্তা ও শংকাগ্রস্থ্যতার ভয়-ভীতি, জটিলতা-বিড়ম্বনা, বেদনা-উন্মত্ততা ও উদ্বিগ্নতার ভারের চাপে সৃষ্ট সুসাইড সহ নানান রোগ-ব্যাধির শিকার বটে তারা। তাইতো,অনুরূপ নানান ব্যাধীতে আক্রান্ত ও ভুক্তভোগীর এক ভারবাহী জীবনের প্রচন্ড ভার কম-বেশ বইতে হয় অর্থবান,বৃত্তবান ও ক্ষমতাবানদের।অনুরূপ দুর্ভোগ-দুদর্শা ও দু:সহ জীবনের ভার, সন্দেহাতীতভাবে ভারবাহী পশু-গাধার জীবনের ভারের নামান্তর বৈকি।

তাই, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, বিবৎসতা ও দুর্ভোগে ভরপুর অর্থ-বিত্ত লোভী,ক্ষমতা উন্মত্তদের জীবন আর যাহাই হোক স্বাভাবিকভাবে ও মানবিকতার মানদন্ডে সফল ও স্বার্থক বলে বিবেচিত হওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নাই।

অর্থ-বিত্ত কামানো-বাড়ানোর দৃশ্যমান পথ-ঘাট মোটামোটি জেনে গেছি অল্প বয়সেই সংসারের ঘানি টানতে বাধ্য হয়ে । কিন্ত, অর্থ-বিত্ত তথা অপরিশোধিত শ্রম- পুঁজির স্রষ্টা যে শ্রমিক শ্রেণী, আর পুঁজিপতি শ্রেণী যে পরের ধনে পোদ্দার, তা জানতে লেগেছে বহুদিন। যদিও বিজ্ঞানী কার্ল মার্কস পুঁজির গোপন রহস্য আবিস্কার করেছেন দেড় শতাধিক বছরের বেশী সময়ের আগে।

উপন্যাস পড়া, যাত্রাপালা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াবস্থায়। কিন্ত,নাটক-সিনেমা দেখা সহ ইত্যাকার বিষয়াদিতে অংশ নেওয়া যে প্রচলিত

বোধে 'হারাম' তাও শুনতে থাকি এবং তদ্রুপ হারামীপনা প্রতিরোধে মূঢ় ও স্বার্থান্ধদের বাঁধা-প্রতিবন্ধকতার নানান জঘন্য রূপ দেখতে শুরু করি ঐ বয়সেই।

পুঁজির কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যকার বিভিন্ন পক্ষের বিরোধ-বৈরীতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুঁজিপতি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য । অতিরিক্ত উৎপাদন সংকটে সৃষ্ট ভয়ানক মন্দায় দু' দু'টি বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত-বিপর্যস্ত ও বিপন্ন হয়ে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব হানি ও ক্ষুন্ন করে পুঁজির অস্থিত্বের শর্তে পুঁজির বৈশ্বিক কর্তৃত্ব বৈশ্বিক কাঠামোর মাধ্যমে বিহীতাদি সাধনে বিশ্ব ব্যাংক-আই এম এফ, জাতি সংঘ সহ নানান বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের জয়ী পক্ষ। তাইতো, উপযোগিতাহীন উপনিবেশিকতার নীতির অবসান ঘটিয়ে দুনিয়াময় ভুয়া জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারের রাজনীতির বাতারণে কথিত জাতীয় রাষ্ট্র কার্যত বৈশ্বিক সংস্থার নীতি কার্যকরণে ডিফ্যাংকট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে তথাকথিত জাতীয় মুক্তির নীতিকে জাতি সংঘের সনদভুক্ত করে মাত্র ৫১ টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে যাত্রা শুরু করা জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা-১৯৮।

উপনিবেশিক নীতির সুযোগ-সুবিধাভোগীরাই অধিকতর সুযোগ-সুবিধা হাসিলে উপনিবেশিক কাঠামো হতে আলাদা হয়ে উপনিবেশিক শাসকদের সৃষ্ট পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি-কৌশল, আইন-কানুন, প্রথা ইত্যাদি মূলে ও ভিত্তিক কার্যত পুঁজির স্বার্থ ভিত্তিক তথাকথিত স্বাধীন-সার্বভৌম ভুয়া জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চাতুরালীর রাজনীতির নিমিত্তে পূর্বাপর গড়ে তুলেছিল নানান রাজনৈতিক দল। পণ্যের বাজার প্রসার ও সংরক্ষায় পারস্পারিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত উপনিবেশিক শাসকদের সমর্থন ও সহযোগিতা পুষ্ট ছিল এহেন জাতীয় মুক্তির রাজনীতি। সাবেকী রাষ্ট্রগুলোর ব্যভিচারিতা,অকার্যকরতা ও ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের সনদমূলে নতুন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুকুল সুযোগ লাভে সক্ষম হল পূর্বোল্লেখিত কথিত জাতীয়তাবাদী দলগুলো। অতঃপর, পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষায় পুঁজির বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখিত নতুন নতুন রাষ্ট্র সমূহের পূর্বোল্লেখিত রাজনৈতিক দল সমূহ সফল স্বাধীনতা সংগ্রামী বা বিজয়ীর তোকমা হাসিল করে নিজ নিজ রাষ্ট্রিক ক্ষমতা কব্জা করে পুঁজিতন্ত্রের সেবক হিসাবে স্বীয় সীমানাভুক্ত মজুর শ্রেণীকে যেমন শক্তহাতে দমন-পীড়নে তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রকে ব্যবহারে সুযোগ পেল তেমন নেতা-কর্মীদের আখের গোছাতেও কসুর করছে না। উপরন্ত, জনগণকে কেবল ধোঁকা দেওয়াই নয়,বরং কথিত স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মৌরশী পাট্টাদার হিসাবে মেনে নেওয়ার জন্য নানান ছলা-কলা যেমন করছে তেমন পরিত্যাক্ত বা বিরোধীয় পক্ষের সম্প্রতি বা ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালনায় অক্ষম

বৃহদায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ জাতীয়করণ করে নব্য রাষ্ট্রগুলোকে 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র বলে জাহির করতে লজ্জিত হয়নি। যদিচ, পুঁজির বৈশ্বিক সিন্ডিকেট আই এম এফের শাসনাধীনে কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো এমনকি স্বীয় আয়-রোজগারেও স্বাধীন নয়।

রাজনীতির অমন পংকিলতার সুযোগ নিতে ভুলেনি ভারতের তৎকালীন পুঁজিপতিরা। তবে, ভারতের পুঁজিপতিদের স্বার্থের সংঘাতকে আড়াল করতে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করলো ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার ভারতীয় রাজনীতিকরা। তবে, পুঁজিরই স্বার্থে-শর্তে বিরোধ-বৈরীতা হতে মুক্ত হলো না দুই দেশের কথিত 'শান্তিবাদী' রাজনীতিকরা। তাইতো, কেবল বাণিজ্যিক বিরোধ নয় বরং, যুদ্ধে জড়িয়েছে বার বার দুই রাষ্ট্রের কর্তারা। ফলে, জমি-জমা হারানো সমেত নানানভাবে অত্যাচারিত হয়ে দেশত্যাগী হয়েছে দুই দেশের দুই প্রধান ধর্মের বহু অনুসারী। কিন্তু, চতুর রাজনীতিকরা পুঁজিতন্ত্রী যুদ্ধকেও ধর্মীয় আবরণে জড়িয়ে ধর্মীয় কর্তৃত্বের জিগির তুলে প্রচারণা চালাতে ওস্তাদ ছিলেন। অনুরূপ প্রচারণায় ভরপুর ভারত-পাকিস্তানের এক যুদ্ধের পরবর্তীতে ঐ যুদ্ধে হার-জিতের সক্ষমতায় কোন্ ধর্মের কর্তৃত্ব বেশী ক্ষমতাবান, তা জানতে পরিচিত এক ধর্মবেত্তার নিকট তদার্থে প্রশ্ন উত্থাপন করে অভাবিতভাবে জীবনে প্রথম পাতককুল শিরোমনি হিসাবে তার দ্বারা চিহ্নিত ও গণ্য এবং অকল্পনীয়ভাবে তার ভয়ানক ভৎসনার আঘাতে ভয়ংকর আহত হয়েছিলাম প্রাইমারী স্কুল পেরুনোর আগে । অমন অনাভিপ্রেত অপবাদ,নিন্দাবাদ ও গঞ্জনার ধারা এখনো অব্যাহত বিশেষত স্বার্থান্ধ ও স্বার্থপর মহল এবং লেনিনবাদী মূঢ়দের পক্ষ হতে।তবে, ঐ 'মহাজ্ঞানীর' অমন অবাধিত্ত ভুতুড়ে প্রলাপের তান্ডবে কিঞ্চিত ভীত হলেও প্রকৃত বিষয় জানার আকাংখা কমে নাই। যদিও, কেবলই মেনে চলা বৈ প্রথাগত ও প্রচলিত বিষয় সম্পর্কে ভিন্নরূপ কোনো প্রশ্ন তোলাটা কেবল বেয়াদপি নয়, নিষিদ্ধ ও অন্যায়ও বটে কায়েমী প্রথা ও লোকাচারে। তবে,এটা বুঝতে পারলাম যে, যে গ্রামে আমি বাস করেছি সেখানে স্বাধীনভাবে কিছু করাতো নয়ই, এমনকি, স্বাধীনভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করার স্বাধীনতাও কার্যত নেই। কার্যত, পুঁজিতন্ত্রী সমাজে কোথাও নাই।

বিপরীত শক্তির ঐক্য হচ্ছে বস্তু। তাই, বস্তু মাত্রই দ্বান্দ্বিক নিয়মের অধীন। সুতরাং, দ্বান্দ্বিক নিয়মেই বস্তুর রূপান্তর, পরিবর্তন ও স্থানান্তর হয়। তাই, বস্তু মাত্রই পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল।ফলে, একের ক্রিয়া অপরের প্রতিক্রিয়ার কারণ। অত:পর, অভ্যন্তরীণ কারণ ও বাহ্যিক চাপে-তাপে বস্তুমাত্রই রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়। মানুষ সহ প্রকৃতি জাত প্রাণীকুলও প্রকৃতির নিয়মের অধীন। তবে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলেই মানুষেরা সামাজিক নিয়মেরও অধীন।পুঁজিতন্ত্রী সমাজও শ্রেণী বিভক্ত

বিধায় এখানেও শ্রেণী স্বার্থে শ্রেণী দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। তাই, পুঁজিতন্ত্রের সকলেই পুঁজিতান্ত্রিক দ্বন্দ্বের নিয়মের অধীন। সুতরাং, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের দ্বান্দ্বিক নিয়ম হতে মুক্ত থাকার সুযোগ নাই কারো, এবং আমারো। অত:পর, বর্ণিত সামাজিক প্রতিকুলতার মধ্যেই স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করার ও জানার স্বাধীনতার প্রতি আমার আগ্রহ ক্রমান্বয়ে দ্বান্দ্বিক নিয়মেই বাড়তে থাকলো। তাইতো, লুকিয়ে-চুরিয়ে হলেও নানান বিষয়ে পড়া নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হল, নাটক-সিনেমা দেখার নেশা বা নাটক করার সৌখিনতা এবং আনাড়ির মতো বড়-ছোট নির্বিশেষে যে কারো সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কুঅভ্যাস পরিত্যাগে সময় লেগেছে। তবে, মাধ্যমিক স্কুলে উঠে যখন জানতে পারলাম দেশের অপর অংশের কতিপয় ধনী লোকের কারণেই তাবৎ দুর্দশার শিকার এ অংশের সবাই। তখন সরলভাবে তা মেনে নিয়ে যুক্ত হয়েছিলাম তথাকথিত জাতিয়তাবাদী রাজনীতির সাথে।

দেশপ্রেম তথা পাকিস্তান প্রেমের নানান ফজিলত ও ফতোয়া শুনেছি 'দেশপ্রেমিক' রাজনীতিকদের বদৌলতে। মাধ্যমিকের গন্ডী পেরুনোর আগেই আমাদের বহুল পঠিত পাক-পবিত্র পাকিস্তান বিপুল সংখ্যক লাশ ও ধর্ষিতার ভারে অপবিত্র না হলেও ভেংগে দু'ভাগ হলো পাকিস্তানের দুই অংশের স্বার্থান্ধ পুঁজিতন্ত্রীদের বিরোধ-বিবাদে। এভাগে, ক্ষমতাসীন হলো যে দলের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম, সেই কথিত জাতীয়তবাদী -'দেশপ্রেমিক' দলটি। কিন্তু, ক্ষমতাসীন হয়েই ঐ দলের নানান স্তরের নেতা-পাতিনেতাদের অর্থ-বিত্ত প্রেমের সুপ্ত ও উদগ্র বাসনা চরিতার্থকরণের নানান ফন্দি-ফিকির ও জঘন্য কীর্তি কলাপ দেখে-শুনে মোহভংগ হলো স্বল্পতম সময়ে। বিরাগ-বিতৃষ্ণা জাগলো কেবল নেতা-ই নয়, রাজনীতির প্রতিও।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে,সকল দুস্কর্ম, দুর্ভোগ ও দুর্দশার কারণ তা জেনেছি অনেক পরে। আবার সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকছে না ব্যক্তিমালিকানা এটা বুঝতে বহু সময় গেছে। তবে, ব্যক্তিমালিকানার কারণে বহুবিদ ঝগড়া-বিবাদ এমনকি গরু-ছাগলের তরুতরকারী গাছ খাওয়া নিয়েও দুন্ধুমার মারামারিও দেখেছি। সম্ভবত,এতদ্বিদ কারণে- রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও এখতিয়ার বিবেচনায় না নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা সমাপান্তে নিজের কাল্পনিক ধারণাপ্রসূত স্ব-স্বাধীন শাসন সমেত স্বাধীন গণ বিচার ব্যবস্থা, ব্যক্তিমালিকানা অটুট রেখেই যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৃহদায়তন খামার প্রতিষ্ঠা সহ নানান কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'ন্যায় বিচার' প্রতিষ্ঠা সমেত একটি দারিদ্র মুক্ত গ্রাম গঠনের জন্য নিজ গ্রামে গ্রামটির নাম যুক্ত করে ' জনসংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে গ্রামের অনেককে প্রধানত গরীবদেরকে সংগঠিত করতে গিয়ে নিজ গ্রাম সহ আশেপাশের গ্রামের গ্রাম্য

রাজনীতিক ও জাতীয় দলের সাথে জড়িত নানান কিছিমের রাজনৈতিকদের রোষাণলে নানান অচিন্তনীয় সমস্যায় পড়ে সহায়তার লাভে পরামর্শের জন্য হাজির হয়েছিলাম যার নিকট তিনি যে, একটি গোপন লেনিনবাদী পার্টির নেতা,তা জানতাম না।

তার নিকট হতে লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন,মাওয়ের চীন ইত্যকার লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর গাল-গল্প শুনে এবং তদ্বিষয়ক সাহিত্য-পত্রিকা ইত্যাদি পাঠে মোহিত হয়ে আবারো রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। বিপ্লবই জীবন, বিপ্লবই মরণ, এমন ধ্যান-জ্ঞানে দলীয় কাজ করায় পার্টি কর্তৃক বিনা মজুরির পেশাদার 'বিপ্লবী' ঘোষিত হয়েছি স্বপ্লতম সময়ে। তাই,বিপ্লব বৈ অর্থ-বিত্তের জন্য আর কোনো পেশা বিবেচনা করিনি। তবে,পরবর্তীতে পেশাদারী বিপ্লবীর জন্য পার্টি প্রদত্ত যৎকিঞ্চিত ভাতা প্রাপ্তি থেকে খুবই স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই বঞ্চিত হলাম দলীয় মোড়লদের সহিত মতান্তরের কারণে। তাই,পেশাদারী রাজনৈতিক জীবনের রসদ যোগাতে ক্ষুদ্র শিল্প সহ নানান ধরণের ছোট ছোট ব্যবসায় অংশীদার হয়েছি, লোকসানও কম দেই নাই। তবে, দুর্দিনে কেউ কেউ আর্থিক সহযোগিতা করেনি,তাও নয়। অবশ্য,রাজনীতি ছাড়াও শূন্য থেকে সোনা ফলানোর আরেক পেশা-ব্যবসা এবং ব্যবসায়ীর বহুরূপী চরিত্র হাতে-কলমে বুঝার সুযোগ পেয়েছি,এবং বড়'র নিকট ছোট পুঁজির হারও।

পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অংশীদার হয়ে একদিকে যেমন পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কারো কারো নানান কুৎসিৎ রূপ দেখে বিদ্রোহ করেছিলাম, পার্টিতে 'আন্তঃসংগ্রাম' চালিয়ে তাদের কাউকে কাউকে পরাভূত করেছিলাম, তেমন বহুধাভাগে বিভক্ত বাংলাদেশের লেনিনবাদীদের ঐক্যবদ্ধকরণে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছি। পার্টির সিদ্ধান্তে ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাহী দায়িত্ব এবং কৃষক, ক্ষেতমজুর সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব এবং পাট-সূতা-বস্ত্রকল সহ রাষ্ট্রায়াত্বখাত রক্ষার ব্যর্থ আন্দোলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করা সহ জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রীয় স্তরে পার্টির প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগে ও সুবাদে রাজনীতির অন্দর মহলের নোংরা খেলা ও রাষ্ট্রের ভয়ংকর রূপ প্রত্যক্ষ করেছি।

ব্যক্তি বিশেষ নয়, ব্যক্তিমালিকানা প্রসূত নীতিই রাজনীতিকদের সকল মিথ্যাচার ও কদাকার তাবৎ কুৎসিৎ কর্মের জন্য দায়ী তা যেমন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে থাকতে বুঝিনি, তেমনি রাজনীতিকদের বিশেষত লেনিনবাদীদের মুখ ও মুখোশের তফাত ও তারতম্যে নিরতই যন্ত্রণাবিদ্ধ ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছি। কখনো কখনো নিজেকেও মনে

হয়েছে এক বিট্রেয়ার, বিশেষত ১৯৯০ এর ৩ জোটের সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পরিণতি-অবৈধ সেনাশাসনের কার্যত বৈধতা এবং ৩ জোটের বহুল প্রতিশ্রুত নিদেনপক্ষে সাংবিধানিক সংস্কারের কর্মসূচির অস্বীকৃতি ও অকার্যকারতায় । তবে,আন্দোলনের সুবিধাভোগী নই বলে নিজেকে কেবলই নির্বোধ বেওকুফ ঠাওরিয়ে সুযোগমতো ক্ষমাও চেয়েছি প্রতারিত জনগণের নিকট। আবার আমাকেও এ বিট্রেড ওয়ান বলে মনে হয়েছে। তাইতো, রাজনীতির দ্বিচারিতার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে এখন জানতে পেরেছি,রাজনীতির জন্মই হয়েছিল পরজীবিতার স্বার্থে ব্যক্তিমালিকানার সমবয়সী ও সহযোগি হিসাবে। তাইতো জন্মসূত্রেই রাজনীতি হচ্ছে কদাকার, কুৎসিৎ, হিংস্র, নির্মম এককথায় অনুরূপ সকল দুস্কর্মের পলিসিগুলির লিডিং তথা সুপ্রিম পলিসি। সুতরাং,ব্যক্তিমালিকানা ও রাজনীতির বিনাশ ও অবসান ছাড়া মানবজাতি হিংসা-বিদ্বেষ, সংঘাত-সংঘর্ষ, দাংগা-যুদ্ধ, জাল-জালিয়াতি,মিথ্যাচার-প্রতারণা, খুন-ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি ইত্যকার তাবৎ দুস্কর্মের হাত থেকে রেহাই পাবে না।

এন্টিবায়োটিক শরীরের ক্ষতবিশেষ সারিয়ে তোলে।কিন্ত, জীবন যন্ত্রণার ক্ষত? বিজ্ঞান মোক্ষ, বৈজ্ঞানিক সমাজ অপরিহার্য্য। তবে, বন্ধুত্ব, প্রেম-ভালোবাসার দাওয়াই কম উপকারী নয়। তাইতো ঔষধে যেমন ভেজাল মেশানো হয় অধিক বিত্তের লোভে, তেমন বন্ধুত্ব, প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে ব্যবসা করার ব্যাপারীও কম নয় অর্থ-বিত্তের মোহে। তবু মানুষ বন্ধু খোঁজে, প্রেম-ভালোবাসা করে; আবার প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হয়। প্রবঞ্চনা-প্রতারণার কারণ কিন্তু অর্থ-বিত্ত। পুঁজিপতি শ্রেণী অর্থ-বিত্ত প্রেমী।তাইতো, পুঁজির প্রেমিকরা পুঁজির প্রেমান্ধে হত্যা-খুন, জাল-জালিয়াতি, ছল-চাতুরী, প্রতারণা-জোচ্চুরি সমেত হেন কোনো জঘন্য ও নৃশংস কাজ নাই, যা তারা করে না। অতঃপর, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা-বন্ধুত্ব ইত্যকার মানবিক অনুভূতি নিয়েও ছলা-কলার কৌশলী তবে লাজ-লজ্জার বোধহীন ব্যবসাদার বটে অর্থ-বিত্তবান ও অর্থ-বিত্তলোভী তথা পুঁজির গোলামকুল। কাজেই,এহেন বেশরম, প্রতারক-প্রবঞ্চক পুঁজিপতি শ্রেণীর শাসনাধীন পুঁজিতন্ত্রী সমাজ কার্যত প্রেম-প্রীতি ও বন্ধুত্ব-ভালোবাসার সমাজ নয়।

হয়তোবা জীবন বুঝার আগ থেকেই ভয়ানক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছি বলেই শৈশব হতে আমি বন্ধু প্রিয়,স্নেহ-ভালোবাসা,আদর-কদর ইত্যকার মানবীয় অনুভূতির পরম সুখবাহী মোহনীয় বোল-চাল ও ছোঁয়াছুঁয়িতে অনাবিল আনন্দলাভে ততোধিক প্রত্যাশী ও আগ্রহী ছিলাম। তাইতো, বন্ধু, প্রেম বা ভালোবাসার মানুষকে সরলভাবে বিশ্বাস করে স্বীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বন্ধু, এবং প্রেম-ভালোবাসার

মানুষদের জন্য যা যা করণীয় তা-তা করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। কিন্তু,বন্ধুত্ব বা প্রেম-ভালোবাসা নয়, অর্থ-বিত্ত বা ক্ষমতা লাভই যাদের মোক্ষ তেমন ব্যাপারীদের ফাঁদে পা-দিয়েছিলাম বা স্বীয় আকাংখার মোহে ও বিভ্রমে বিভ্রান্ত ও বিমোহিত হয়েছিলাম বলেই রাজনৈতিক-সামাজিক ও ব্যক্তিগত বহু বন্ধু-বান্ধব দ্বারা প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হয়ে বন্ধুবেশী প্রতারকদের নানান চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করা সহ তাদের বানোয়াটি -মিথ্যা অভিযোগ-অপবাদ ও ঠান্ডামাথার পরিকল্পিত রটনা ও দুর্নামের বোঝা সমেত জীবনের তিক্ততার ঝুলির আয়তন নিরন্তর প্রসারিত করছি।

পৌনঃপুনিক মন্দায় ভয়ানকভাবে আক্রান্ত, শাসনে অযোগ্য-অক্ষম দু'মুখো দুরাচারী পুঁজিপতিশ্রেণী ব্যক্তিগত বিত্ত হারানো সমেত স্বীয় ঐতিহাসিক পরিণতি-তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর অবলুপ্তির ভয়-আতংকে ভীত-আতংকিত ও উন্মত্ত অর্থলোভী উন্মাদ পুঁজিপতি শ্রেণীর নৈরাজ্যিক কান্ড ও উন্মত্তায় ভরপুর মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রী সমাজে জন্ম নিয়েছি এবং বেড়ে উঠেছি। অথচ, তদীয় দোষে দুষ্ট হইনি তা দাবী করাটা যেমন ঠিক নয়, তেমন অমন দোষণীয় কার্যাদির বিরুদ্ধে চিন্তা-ভাবনার প্রবণতাই যে আমার মধ্যে আধিক্য লাভ করেছে,তাও বেঠিক কথা নয়। ফলে,নিজ দলের আন্তঃকলহ ও বিভক্তি,লেনিনবাদী রাজনীতির ব্যর্থতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ও বিভক্তি, লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও দলগুলোর নোংরামি, পারস্পারিক যুদ্ধ ও খুনা-খুনি, সোভিয়েত ব্লকের বিলুপ্তি ও ভরাডুবি, রাজনীতির স্ব-বৈপরীত্য, দ্বিমুখিতা, দ্বিচারিতা ইত্যকার তাবৎ বিষয়াদির প্রকৃত কারণাদি যথার্থভাবে জানার তীব্র আকাংখা দ্বান্দিক নিয়মেই আমার মধ্যে তীব্রতর হয়েছে। অতঃপর, ইত্যকার বিষয়াদির চাপ এবং শেষত শারীরিক অসুস্থ্যতার হেতুবাদে ২০০৪ সালের শুরুতেই আমি দ্বিতীয়বার রাজনৈতিক দল পরিত্যাগ করি।

রাজনৈতিক ক্ষমতার বলয় পরিত্যাগের বিড়ম্বনা যেমন কম নয়, তেমন লেনিন ও লেনিনবাদের জাল-জালিয়াতি, জোচ্চুরি-ফাঁকিবাজি, প্রতারণা-ভন্ডামি সমেত পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রকে জানা-বুঝার সুযোগ পেয়েছি বলে এখন অন্তঃত লেনিনীয় রাজনৈতিক জীবনের মূঢ়তা-যন্ত্রণা হতে যেমন রেহাই পেয়েছি, তেমনি বিজ্ঞান জানা ও বিজ্ঞানের বোধে ও নিরীখে জীবনকে সজ্জিতকরণ ও উন্নতকরণের চেষ্টা এবং কমিউনজমের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ও নীরিখে নব-উদ্যম ও উদ্যোগে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুণর্গঠনে যুক্ত হতে পারায় খানিকটা হলেও স্বস্থিবোধ করছি। তবে, লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লদের দুস্কর্মের খতিয়ান জানা-বুঝার প্রারম্ভিক পর্বে কেবল স্বীয় অজ্ঞতা-বোকামীর স্বয়ংগ্লানিতেই নয় বরং মার্কস-এ্যাংগেলস সমেত

সমাজতন্ত্র বিষয়ে বিভ্রম ও বিভ্রান্তিতেও আক্রান্ত হয়েছি। তবে, অমন বিভ্রান্তি হতে মুক্তি পেতে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক তথ্য-সূত্র যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমন পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পুঁজির দ্রুততম সঞ্চালন নিমিত্তে পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক সৃজিত ও উদ্ভাবিত অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক উপরণাদি তথা আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির নেট-কম্পিউটার ইত্যাদিও কম সহায়ক ছিল না।

অজস্র পণ্যের সমাজ হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র। পণ্যের উপাদান হচ্ছে দু'টি:- (১) প্রাকৃতিক সম্পদ ; এবং (২) শ্রম। প্রাকৃতিক সম্পদের বিনিময় মূল্য নাই, তবে, ব্যবহার মূল্য আছে। কিন্তু, পণ্যের বিনিময় ও ব্যবহার মূল্য আছে। তাই, পণ্যের বিনিময় মূল্যে প্রাকৃতিক সম্পদের কোনো হিস্যা নাই। অতঃপর, পণ্যের বিনিময় মূল্য বা মূল্য হচ্ছে পণ্যটিতে নিহিত শ্রম। কিন্তু, পণ্য উৎপন্নে শ্রম শক্তির ক্রেতারা মজুরি শ্রমিক তথা শ্রম শক্তির বিক্রেতাদের প্রদান করে মজুরি। কাজেই,পণ্যের দাম হতে মজুরি বিয়োগ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে সেই অবশিষ্ট তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য যা পকেটস্ত করে মালিক, তা হচ্ছে পুঁজি। সুতরাং, **পুঁজি হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য।**

মনুষ্য শ্রম উৎপন্ন করে দ্রব্য যার ব্যবহার মূল্য আছে। কিন্তু,বিক্রির জন্য উৎপন্ন দ্রব্য তথা পণ্য উৎপন্ন করে মজুরি শ্রম। পণ্যের ব্যবহার ও বিনিময় মূল্য আছে। অর্থাৎ মজুরির বিনিময়ে ক্রয়কৃত মনুষ্য শ্রম-শক্তির বিনিময়ে প্রাপ্ত মজুরের শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের কেবল ব্যবহার নয়, বিনিময় মূল্যও আছে। কাজেই,পণ্যের দাম তথা পণ্যের বিনিময় মূল্য উৎপন্ন করে মজুরি শ্রম। কিন্তু, মজুরি শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের মালিক বটে মজুরি শ্রমিকের শ্রম-শক্তির ক্রেতা তথা মালিক। তাই,পণ্যের দাম পায় পণ্যের মালিক। অথচ, পণ্যটি উৎপন্নে মালিক ব্যয় করে স্থায়ী ও অস্থায়ী পুঁজি। অতঃপর, পণ্যের দাম বা মূল্য হতে মালিকের ব্যয়িত পুঁজি বাদ দিয়ে যে মূল্য উদ্বৃত্ত থাকে তাহা পণ্যটির অংশ বিশেষের মূল্য, যে অংশটির জন্য মালিক কোনো দায় শোধ করেনি, অথচ, প্রাপ্ত হয়। অতঃপর, মজুরি শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের যে অংশটি মালিক বিনা দায়ে হাসিল করে সেই অংশটির মূল্য হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য। আর এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই হচ্ছে পুঁজি। সুতরাং,**পণ্যের অপরিশোধিত অংশ হচ্ছে পুঁজি**।

পণ্য উৎপাদনে প্রদেয় মজুরি হচ্ছে চলতি পুঁজি। মজুরি ব্যতিত অন্যান্য খাত তথা কাঁচামাল, মেশিনারিজ, সার্ভিস ইত্যকার খাতে ব্যয়িত পুঁজি হচ্ছে স্থায়ী পুঁজি। স্থায়ী পুঁজি পণ্যে সম পরিমান মূল্য নিষিক্ত করে। তাই, স্থায়ী পুঁজির হিস্যা হতে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয় না। কাজেই,পণ্যের দাম হতে স্থায়ী ও অস্থায়ী পুঁজির হিস্যা বাবত ব্যয়িত পুঁজি বিযুক্তির পর,যে পরিমান মূল্য উদ্বৃত্ত থাকে, পণ্যটিতে তা উৎপন্ন হয় চলতি

পুঁজির হিস্যা হতে। সুতরাং, **চলতি পুঁজি তথা মজুরি শ্রম হতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত –মূল্য হচ্ছে পুঁজি।**

চুক্তিকৃত শ্রম সময়ের একটা নির্দিষ্ট সময়ের শ্রমেই মজুরির সমপরিমান মূল্য উৎপন্ন করে মজুরি শ্রমিক। অতঃপর, চুক্তিকৃত বাদ বাকী সময়ে তথা উদ্বৃত্ত সময়ে মজুরি শ্রমিক যে মূল্য উৎপন্ন করে, তার জন্য মালিক কোন দায় শোধ না। অথচ, এই উদ্বৃত্ত সময়েও মজুরি শ্রম উৎপন্ন করে মূল্য, অতঃপর উদ্বৃত্ত- মূল্য, যা লাভ করে শ্রম শক্তির ক্রেতা-মালিক। আর এই উদ্বৃত্ত-মূল্য হচ্ছে পুঁজি। কাজেই, পুঁজি হচ্ছে মজুরি শ্রমিকের উদ্বৃত্ত সময়ে শোষিত শ্রম। সুতরাং, **অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি।**

দুনিয়ার সকল পুঁজির উৎপাদক বা স্রষ্টা হচ্ছে মজুরি শ্রমিক। কিন্তু, ব্যক্তিমালিকানার শর্তে পুঁজির মালিক হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী। পুঁজিপতিদের আইনে সিদ্ধ ও বৈধ হলেও পুঁজির ব্যক্তি মালিকানা কার্যতই অন্যায্য, অযৌক্তিক ও অন্যায়। সুতরাং, পুঁজিপতিরা প্রকৃতই পুঁজির মালিক নয়। তাই, অপ্রকৃত, অযৌক্তিক, অন্যায্য ও অন্যায় ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ যেমন তাবৎ অন্যায়, অন্যায্যতা, অযৌক্তিকতা ও দুর্নীতির সমাজ তেমন **অন্যায় ও দুর্নীতির ফলশ্রুতি হচ্ছে পুঁজি।** তাই,পুঁজিপতিশ্রেণী হচ্ছে অন্যায়কারী,অযৌক্তিক আচরণকারী, দুর্নীতিবাজ এবং শোষক-পরজীবী।

মজুরদের যৌথ শ্রমে উৎপন্ন তবে সমাজের সকলের যুক্ত ক্রিয়ায় গতিশীলতার শর্তাধানী পুঁজি-যা হচ্ছে দুর্নীতির ফল তার তথা পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলন যেমন ন্যায্য, যৌক্তিক তেমন পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির সামাজিক মালিকানা কেবল যুক্তিযুক্ত ও ন্যায্যই নয়, বরং বিদ্যমান পুঁজিতন্ত্রী সমাজের সকল সংকট-সমস্যা, দুর্দশা, দুস্কর্ম, দুর্নীতি, যুদ্ধ ও অশান্তির একমাত্র সমাধান। অতঃপর, **পুঁজি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেউ ব্যক্তিগতভাবে উৎপন্ন করতে পারে না বিধায় উৎপাদন উপায়ের সামাজিকীকরণের অর্থ কিন্তু সমাজ কর্তৃক কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তির দখল বা অধিগ্রহণ নয়, বরং সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন সামাজিক সম্পত্তি তথা উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানায় প্রত্যার্পনের মাধ্যমে সামাজিক উৎপাদন ও ভোগ-ব্যবহারের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানার সুযোগ রহিতকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষের অন্যায় কার্যাদি সংঘটন করার সুযোগ তথা মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের সমাপ্তি সাধন।**

উল্লেখ্য,শ্রম শক্তির ক্রেতারা একাকী উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগ-ব্যবহারকারী নয়।পুঁজির সঞ্চালন সংশ্লিষ্ট তথা সঞ্চয়ন, অর্থ বিনিয়োগ ও পণ্য বিনিময়ে নিযুক্ত ও জড়িত মজুরি শ্রমিক ব্যতীত তাবৎ ব্যবসাদার, বাণিজ্যজীবী বা তদার্থে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অপরাপর ব্যক্তিবর্গ এবং পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা ও পাহারায় বা তা রক্ষা ও সংরক্ষায় যুক্ত-জড়িত রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ এবং পুঁজিতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধাভোগী অর্থাৎ নানান মতবাদীতার কার্যত, দাসতন্ত্র হতে এ যাবৎ কালের নানান রাজনীতির নানান ধরণের নানান আবরনের পেশাদার রাজনীতিক সকলেই উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী ও ব্যবহারকারী বলে তারা সকলেই পরজীবী অর্থাৎ মজুরি শ্রমিকের শোষক। এককথায়, মুনাফা, সুদ ও খাজনাভোগী সকলেই উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী ও ব্যবহারকারী। অতঃপর,পুঁজিপতি শ্রেণীর দেয় ও প্রদত্ত কর, রাজস্ব, দান, ঘুষ,কমিশন ইত্যকার বিষয়াদি উদ্বৃত্ত-মূল্যেরই অংশ বিশেষ। উল্লেখ্য, গত বছর কেবল মাত্র রাষ্ট্রিক ব্যয় ও খরচের পরিমান হচ্ছে পৃথিবীর মোট আয়ের ৩০.০৩ %। অতঃপর, জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক সহ অপরাপর সকল সংস্থা ও সংগঠনের ব্যয়ও কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ বিশেষ। সাধারণত, অনুগৃহীতরা অর্থবান নয়।সুতরাং, অনুগৃহিতা ব্যতিত উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী ও ব্যবহারীরা কম-বেশ সকলেই অর্থবান,বিত্তবান ও ক্ষমতাবান। তবে, উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী ও ব্যবহারকারী সকলেই শোষক-পরজীবী। সন্দেহ নাই, পরজীবীরা গাছ নয়, পরগাছা। আর গাছ ছাড়া পরগাছার উপরে উঠার ক্ষমতা নাই। অতঃপর, মানবজাতির মধ্যেকার পরগাছা-শোষক, পীড়ক, ধান্ধাবাজ ইত্যকার তাবৎ পরজীবীদের পরগাছা সুলব জীবনের নাম যদি হয় জীবনের সফলতা-স্বার্থকতা, তা হলে অর্থবান, বিত্তবান ও ক্ষমতাবানরা সফল।

অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি। অতঃপর, মৃত শ্রম হচ্ছে পুঁজি।কিন্তু জীবিত মজুরি শ্রমিকের শ্রম চোষা ব্যতিত পুঁজি বাঁচতে পারে না। আবার পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে শ্রম শোষণ করলেই চলে না, বরং সঞ্চালনও আবশ্যকীয় শর্ত বটে পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার। তাইতো, উদ্বৃত্ত-মূল্যের আবিস্কারক মার্কস যথার্থভাবেই বলেছেন যে, " অতএব যেমন সঞ্চালনের মধ্যে পুঁজি উৎপন্ন হতে পারে না, তেননি সঞ্চালন ছাড়া এর উদ্ভব অসম্ভব। তার উদ্ভব ঘটতে হবে সঞ্চালনের মধ্যে, অথচ একই সংগে সঞ্চালনের মধ্যে নয়।" পুঁজি, ১ম খন্ড, ১ম অংশ, অধ্যায় ৫।- পুঁজির সাধারণ সূত্রে স্ববিরোধ। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, আর এস এস আর। তাইতো, পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালনের আবশ্যকীয় শর্তে -প্রাক পুঁজিবাদী, স্বনির্ভর ও স্থানীয় তবে মূলত প্রকৃতি নির্ভর ও দরিদ্র অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থাদিকে পরাভূত করে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার বিকাশে

অজ্ঞাত দুনিয়াকে জানা ও জয় করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন ইত্যকার পুঁজিতন্ত্রের আদি দেশগুলোর বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণীর।

তাতে,দুনিয়াব্যাপী একটি আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা যেমন প্রতিষ্ঠিত হলো, তেমন প্রায় ২ লাখ বছর বয়সী মানবজাতি এক ভয়ংকর অন্ধকার যুগের পরিবর্তে বলা চলে, মোটামুটি আলোকময় যুগে পদার্পন করলো। ফলে-এখন পর্যন্ত যতো ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, যোগাযোগ, চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যকার বিষয়াদি আমরা দেখছি, তার সবই পুঁজিতন্ত্রী সমাজের সৃষ্ট, কেবলই পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায়। কাজেই, পুঁজির অস্তিত্বের দুই শর্তঃ (১) পুনরুৎপাদন; এবং (২) সঞ্চালনের শর্তেই আবিস্কৃত ও উদ্ঘাটিত হয়েছে এ যাবৎকালের তাবৎ বিষয়াদি। সুতরাং, ব্যক্তি বিশেষ নয়, বরং পুঁজি এবং পুঁজিই হচ্ছে এ সকল বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও উন্নয়নের চালিকা শক্তি।

শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির প্রধান ফ্যাক্টর হচ্ছে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। সাধারণত, শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যতই বেশী হবে, কোনো পণ্য উৎপাদনে শ্রম সময় ততোই কম লাগবে, তাতে ঐ পণ্যটিতে ততোই কম পরিমাণ শ্রম দানা বাঁধবে, ফলে তার মূল্য হবে ততোই কম। অতঃপর, পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকতে হলে পণ্যের দামে প্রতিযোগিতা করেই টিকতে হবে পণ্য উৎপাদনকারী পুঁজিপতিকে। অতঃপর, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পুঁজিতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন না ঘটিয়ে পণ্য উৎপাদক পুঁজিপতির টিকে থাকার সুযোগ নাই। সুতরাং, পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা করতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা বৈ বিকল্প নাই পুঁজিপতি শ্রেণীর।

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার যতোই উন্নতি হবে, ততোই স্বল্পতম সময়ে পণ্যের পরিবহন ও অর্থের সঞ্চালন তথা পুঁজির সঞ্চালন দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে। আবার, পুঁজির সঞ্চালন যতোই দ্রুততর হবে ততোই পণ্য পুনরুৎপাদনের গতি দ্রুততর হবে। ফলে, ততোই দ্রুততম সময়ে পুঁজি উৎপন্ন হবে,তাই ততোই পুঁজির সঞ্চয়ন তথা পুঁজির পুঞ্জিভূতকরণের হার বাড়বে। কিন্তু, সঞ্চয়নের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হলে খোদ পুঁজির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সুতরাং, দ্রুতগতির ট্রেন বা বিমানই নয়, বরং অন লাইন ব্যাংকিং বা ই-কমার্স সমেত এতদ্বিষয়ক অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ইন্টার নেট বা তদার্থে আবশ্যকীয় তত্ত্ব-সূত্র আবিস্কার, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন সাধন ব্যতিত পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়।

পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে স্বক্রিয় পুঁজিপতি শ্রেণীও দাস বটে পুঁজির, স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। তাইতো, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বা বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল ও প্রযুক্তি যতোই বৈজ্ঞানিকতার প্রসার ঘটাক এবং তাতে যতোই হুমকিতে পড়ুক বা বিপন্ন হোক না কেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তৎসত্ত্বেও উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তথা উৎপাদনের উপায়াদির অবিরাম বৈপ্লবীকীকরণ ব্যতিত পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম। তাইতো,প্রতিনিয়ত নতুন হতে নতুনতর উৎপাদনের উপায়সমূহের উদ্ভাবন যেমন করতে হচ্ছে তেমন মহাবিশ্ব সমেত প্রকৃতি বিষয়ে গবেষণা, আবিস্কার ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-সূত্র তত্ত্বায়িত ও সূত্রায়িত করতে হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণীকে। ফলে- পৃথিবী, প্রাণ ইত্যকার সৃষ্টি ও বিনাশ বা সৌরজগত, মানবদেহ ইত্যকার বিষয়ক প্রাক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অধিপতি শ্রেণীর স্বার্থান্ধতা, অজ্ঞতা ও মূঢ়তা প্রসূত এবং বানোয়াটিমূলে সৃজিত এতদ্বিষয়ক যাবতীয় ভ্রান্ত,ভুয়া,মিথ্যা ও আজগুবি তথ্য-উপাত্ত ও মতবাদিতার বানোয়াটি গাল-গল্পের অসারতা প্রমাণ করছে পুঁজিতন্ত্র। ফলে,প্রকৃতিকে যেমন জানা-বুঝার সুযোগ ও সামর্থ্য তৈরী হচ্ছে তেমন প্রকৃতির সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক খোলাখোলিভাবে দেখার, জানার, বুঝার সুযোগ-সামর্থ্য ও সক্ষমতা তৈরী করছে পুঁজিতন্ত্রই।ফলশ্রুতিতে, মূল্য হিসাবে সমস্ত পণ্যেই মনুষ্য শ্রমের বাস্তব রূপ, অর্থাৎ মজুরি শ্রমই হচ্ছে পণ্য মূল্য, অতঃপর, অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি; পুঁজির এই গোপন রহস্য আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন মার্কস। তিনি আরো প্রমাণ করেন যে, পণ্য জগতে মনুষ্য - শ্রমের চরিত্র হচ্ছে সামাজিক চরিত্র বিশিষ্ট। কাজেই,সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানা কেবলমাত্র অসংগত, অযৌক্তিক ও অন্যায়ই নয়, বরং ক্ষতিকর ও স্ববিরোধীও বটে। সুতরাং,**জন্ম শর্তে পুঁজি অনুরূপ স্ববিরোধী চরিত্রের বলেই তা নিরসনে সামাজিক মালিকানার মাধ্যমে উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান- পুঁজিরই চূড়ান্ত পরিণতি।**

পণ্য জগতে শ্রমের সমতা বিষয়েও মার্কস তার পুঁজি গ্রন্থে আরো জানালেন যে," যেহেতু সমস্ত শ্রমই সাধারণভাবে মনুষ্য শ্রম, সেইহেতু এবং সেই হিসাবে, সর্বপ্রকার শ্রমই সমান এবং প্রতিরূপ, এই হল মূল্য প্রকাশের গোপন রহস্য।" অধ্যায়১। পণ্য। অত:পর, আধুনিক শিল্পের পুঁজিতন্ত্র পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে সমতার সত্যতা ও বাস্তবতা নিশ্চিত করছে। তাইতো, কথিত বুদ্ধিমান পুঁজিপতি শ্রেণী যে কেবল অপ্রয়োজনীয় তাই নয়,বরং এই পরজীবী-শোষক শ্রেণীর বিলুপ্তিও অনিবার্য এবং কেউ নয় 'মহা ক্ষমতাবান-মহামানব' তাও নিশ্চিত করছে পুঁজিতন্ত্র।

আবার ১৮৮০ সাল হতে বিজ্ঞানীরা জানতে শুরু করলেন এবং ১৯৫৫ সালে বিজ্ঞানী জো হিন টিজো (১৯১৯-২০০১, ভিজিটিং বিজ্ঞানী, দ্যা ইন্সিটিটিউট অব জেনেটিকস, লুন্ড ইউনির্ভাসিটি, সুইডেন) নিশ্চিত করলেন যে, জন্মদানে অংশীদার যুগলের প্রত্যেকের ২৩ টি করে মোট ২৩ জোড়া ক্রোমোজমই প্রত্যেক মানুষের জন্মগত উপাদান। কাজেই, এখন এটিও নিশ্চিত যে, প্রত্যেক মানুষই জন্মগত উপাদানে জন্মসূত্রে সমান। তবু,মানুষে মানুষে অসমতা-বৈষম্য বিদ্যমান কেবলই সুযোগ-সুবিধার তারতম্যে-হেরফেরে, ব্যক্তিগত সম্পতির হেতুবাদে। অতঃপর, পুঁজির শর্তে উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানা ও মানুষে মানুষে সমতার তথ্য-সূত্র সমেত তদার্থে চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করছে পুঁজিতন্ত্রে । উল্লেখ্য, বিশিষ্ট কোনো মস্তিষ্ক নয়, বরং উৎপাদনের উপায়সমূহ তদার্থে ও তদীয় ব্যবহারে আবশ্যকীয় নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভব ও উন্মেষ এবং প্রসার ঘটায়। প্রকৃতার্থে, মানব মস্তিষ্ক নয়, বরং মানব মস্তিষ্কের মধ্যে বাস্তব জগৎ প্রতিফলিত হয়ে চিন্তার বিভিন্ন রূপে পরিণত হয়। কাজেই, **মস্তিষ্ক চিন্তার উৎস নয়, বরং চিন্তা করার অংগ অতঃপর, মস্তিষ্কের ক্রিয়া হচ্ছে চিন্তা**। সুতরাং, উৎপাদনের উপায়াদির উন্নয়ন, পরিবর্তন বা রূপান্তরের সাথে সাথে যেমন সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পরিবর্তন ও রূপান্তর হতে থাকে, তেমন চিন্তার জগতেও উন্নয়ন, পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধিত হয়। ফলে,প্রথাগত চিন্তা-চেতনার বিপরীতে সমাজে বিপ্লবী চিন্তার উন্মেষ ও প্রসার ঘটে।

কিন্তু,উৎপাদন উপায়সমূহের ব্যক্তিমালিকানার শর্তে বয়োবৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রী সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী স্বসৃষ্ট উৎপাদনের নতুন নতুন উপায়সমূহের হেতুবাদে সৃষ্ট ও উদ্ভূত বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার বৈপ্লবিক ধারার বিকাশ ও গতি রুখতে তাদের দ্বারা একদা পরাজিত অতীতের পরজীবী স্বার্থান্ধ বর্বরদের সৃজিত জঘন্য মতান্ধতাসমূহ নানান মিথ্যা বিবরণ ও আজগুবি গাল-গল্প সহযোগে নবরূপে সাজিয়ে তা প্রসার ও প্রচারের জন্য বিপুল সমারোহে ও সাড়ম্বরে পরিবেশনের তাবৎ আয়োজনে ব্যবহার করছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রযুক্তি। তাতে,একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর দেউলিয়াত্ব ও মূঢ়তা প্রকটতর হচ্ছে তেমন অন্যদিকে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে সমাজের বৈজ্ঞানিক রূপান্তরের চিন্তা, চেতনা, ধারা ও গতি। তবে, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় অস্তিত্বের শর্তে যেমন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তথা উৎপাদনের উপায়সমূহের উদ্ভাবনে বাধ্য তেমন, বৈজ্ঞানিক উপকরণাদি ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত ও সূত্রায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে নিজের আধিপত্যের অসারতা স্বপ্রমাণের সুনিশ্চিত ব্যবস্থাদি দ্বারা নিজেরই অবলুপ্তির সড়ক

ক্রমাগত বিনির্মাণ ও প্রশস্থ করছে। অতঃপর, এরূপ স্ববিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত,ভয়ংকর উভয় সংকটে ভয়ানকভাবে নিপতিত স্বার্থান্ধ পুঁজিপতি শ্রেণী স্বয়ং স্বীয় অস্থিত্বের শর্তে নিজ শ্রেণীর বিনাশ সাধনের সকল আঞ্জাম করে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বিনাশ নিশ্চিত করছে।

পুঁজির দাস বলেই পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে ও পুঁজির স্বার্থান্ধতায় বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বিকাশ ও উন্নয়নে সমগ্র দুনিয়া বিজয়ে যুদ্ধ, সংঘাত ইত্যকার কদাকার নানান কর্ম সাধন করেছে কোনো ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় নয়, বরং কেবলই ইতিহাসের নির্বোধ হাতিয়ার হিসাবে। তাইতো, পুঁজিতন্ত্রের বিজয়ের ইতিহাস কোনোভাবেই ব্যক্তি বিশেষের জয়-পরাজয়ের নয় বরং পুঁজির বিজয়ের ইতিহাস। অতঃপর, জন্মমূলে নোংরা পুঁজির দাস-পুঁজিপতিশ্রেণীর বিজয়ের ইতিহাস নিদেন ভদ্রতার নয়, বরং হত্যা-খুনের রক্তের কালোদাগ সমেত হাজারো কুৎসিৎ-বিশ্রী কদাকার দুস্কর্মেরও ইতিহাস বটে।

তাই বলে ভারতে বাণিজ্যের জন্য ১২৫ জন শেয়ারহোল্ডার নিয়ে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত ১৬০০ সালে রানীর সনদপ্রাপ্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারত বিজয় আর পূর্বেকার তাতার, ফার্সী বা মোগলদের ভারত বিজয় যেমন সমার্থক নয়, তেমন তাদের বিজয়ের ফলাফলও অভিন্ন নয়। তবে,কোম্পানীর বিজয়ের দ্বারা ইংল্যান্ডের সকলেই আর্থিকভাবে লাভবান হয়নি। বরং ইংলন্ডের শ্রমিকরা শোষিত বটে তাদেরই শ্রম শক্তির ক্রেতা-পুঁজিপতিদের দ্বারা। উল্লেখ্য-১৬০০ সালে ইংল্যান্ডের মোট জনসংখ্যা ছিল-৪৮,১১,৭১৮ জন। আর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন শেয়ার হোল্ডারও শ্রমিক নয়, বরং তারা প্রত্যেকেই শোষকদের অংশ।

উল্লেখ্য-অতীতের ভারত দখলকারীরা ভারতীয় বর্বর-ভূতুড়ে ব্যবস্থায় ভারতীয় ভূত হয়ে ভারত শাসন করেছে। অন্যদিকে, ভারতের অনঢ়-অচল, বৃক্ষসুলব জীবন ব্যবস্থা ভেংগে চুরমার করে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার পত্তন ও প্রসার সাধনের মাধ্যমে ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব বটে ঐ কোম্পানীটিরই এবং ভারতের জানা ইতিহাসে এটিই প্রথম সামাজিক বিপ্লব। ইংল্যান্ডের মতো পুঁজিতন্ত্রের আদি অপরাপর দেশগুলোর পুঁজিপতিরাও অনুরূপ সমাজ বৈপ্লবিক ক্রিয়া সাধন করেছে বলেই কার্যত সমগ্র পৃথিবী পরিণত হয়েছে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার অধীন। অতঃপর, বিপুল পণ্য সম্ভারের পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতি স্বয়ং বিকাশের শর্তে ও স্বার্থেই পরিণত হয়েছে একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থায়। সুতরাং, ইহার পরিবর্তন বা বিলোপনও যেমন কোনো ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন বিষয় নয়, তেমন

বৈশ্বিকভাবে বৈ স্থানীয় ভাবে বা কোনো একক দেশে অসম্ভব। তাই, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গল্প কেবল ভুয়াই নয় বরং, প্রতারণামূলে কমিউনিস্ট মার্কসের নাম ব্যবহার করে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্র সংরক্ষায় লেনিনদের বানোয়াটি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক রটনা ও প্রচারণা মাত্র । অথচ,সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের এক ভয়ংকর স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে শোষণের হার ছিল যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী। অতঃপর,রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র ও ভুয়া জাতীয় মুক্তির রাজনীতির লেনিনবাদ- দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে দেশ-জাতির সংকীর্ণ বোধ-সীমায় আবদ্ধ, বিভক্ত-বিভাজন ও বিভ্রান্তকরণে এক কার্যকরী মতাদর্শ বলেই তা হচ্ছে মার্কসের আবিস্কৃত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের দূষণ।

শ্রম শক্তি হচ্ছে মজুরি শ্রমিকের পণ্য। তাই, এই পণ্যের তথা মজুরের শ্রম-শক্তির উৎপাদন ব্যয়ের সমান হচ্ছে তার মজুরি। অর্থাৎ, পুঁজির স্রষ্টা মজুরি শ্রমিক মজুরি হিসাবে পায় তার শ্রম শক্তির দাম।কিন্তু, পণ্যে উৎপাদনে মজুরের শ্রম শক্তির ক্রিয়া বা ব্যয় হচ্ছে শ্রম। অথচ, শ্রমই হচ্ছে পণ্যের দাম। সুতরাং, **শ্রম শক্তির ক্রেতা মজুরির বিনিময়ে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করে তা হচ্ছে পুঁজি।**

অতঃপর, পণ্য উৎপাদনে শ্রম শক্তি বেচা-কেনার সুযোগ ও শর্তেই পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে শোষক আর শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে শোষিত। তাইতো, পুঁজির জন্ম সূত্রেই শোষক-শোষিতের সম্পর্কের অধীন এই দুই বিপরীত স্বার্থের দু'টি শ্রেণী যেমন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তেমন তাদের সম্পর্ক হচ্ছে বৈরীতামূলক। **এই বৈরী সম্পর্কের শ্রেণী দু'টির বিরোধের পরিণতি হচ্ছে কেনা-বেচা মুক্ত সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র**। অতঃপর, সমাজতন্ত্র হচ্ছে শোষণ মুক্ত, তাই শ্রেণী মুক্ত অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজ। কাজেই, পুঁজিতন্ত্রই হচ্ছে শেষ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। সুতরাং, পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক পরাজিত সাবেকী সমাজের প্রায় বিলুপ্ত পরজীবী -শোষক অধিপতি শ্রেণী আর পুঁজির স্রষ্টা, স্বশ্রমজীবী শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ যেমন এক নয়, তেমন তারা পরস্পরের মিত্রও নয়। যদিচ, উভয়েরই শত্রু বটে পুঁজিপতি শ্রেণী কিন্তু, তাদের লক্ষ্য বটে ভিন্ন।

যেহেতু মজুরি শ্রমই উৎপন্ন করে পুঁজি সেহেতু পুঁজিতন্ত্র মজুর মুক্ত হওয়া অসম্ভব। মজুরদের মধ্যেকার কেউ কেউ নানান ভাবে পুঁজিপতি তথা ধনী হয় বটে। কিন্তু পুঁজি উৎপন্নের শর্তেই মজুরি শ্রমিকদের সকলের ধনী হওয়ার সুযোগ পুঁজিতন্ত্রে নাই। তবু, দারিদ্র মুক্ত বিশ্ব গড়ার ভুয়া নীতি কার্যকরণে জন্মাবদি তৎপর বটে পুঁজিতন্ত্রের বৈশ্বিক ব্যবস্থাপক-বিশ্ব ব্যাংক। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রগুলোতো বটেই, তদুপরি,

পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেই সকলকে ধনী তথা পুঁজিপতি বানানোর দিবা স্বপ্ন বিক্রির প্রবঞ্চক ফেরিওয়ালা হিসাবে জন্ম দেওয়া হচ্ছে নানান এন জি ও। কার্যত, দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব বা সকলকে ধনী বানানো নয়, বরং ধনীদেরকে রক্ষা করতে ধন তথা পুঁজি সম্পর্কে ভূয়া-মিথ্যা ধারণা বিস্তার করে পুঁজি উৎপন্নকারী মজুরদেরকে ব্যক্তিগত ধন লাভের মিথ্যা মোহে বিমোহিত ও বিভ্রান্ত করে ধনলিপ্সায় প্ররোচিত করা হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য। যাতে, শ্রমিক শ্রেণী তার স্বীয় শ্রেণী চরিত্র ও স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ ভুলে স্বীয় শ্রেণী মুক্তির লড়াইয়ে বৈশ্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে কেবলই ধনী হওয়ার খোয়াবে বিভোর থাকে ও তদানুরূপ ক্রিয়া-কর্মে জড়িত হয়। উল্লেখ্য, দুনিয়ায় গত বছরেও মাথাপ্রতি গড় আয় ছিল ১২,৮০০ মার্কিন ডলার। তবু, গত বছরই ২২০ কোটি মানুষ বসবাস করেছে দ্রারিদ্র সীমার নীচে। অথচ, পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব কার্যত দরিদ্র নয় বরং বিপুল পণ্য তথা বিশাল পুঁজিতে ভরপুর। অতঃপর, ধনাধিক্যের পুঁজিতন্ত্রে দারিদ্র হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণীর কৃত্রিম সৃষ্টি। কাজেই, কেবলমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণীর বিলুপ্তির মাধ্যমেই দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং,শোষণ ও দারিদ্র মুক্ত হতে শোষিত ও দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য- পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর বিলোপ সাধন।

পণ্যের অতিপ্রাচুর্যের তথা পুঁজির অতি আধিক্যের হেতুবাদেই সীমিত ও সংকীর্ণ হচ্ছে ব্যক্তিমালানার সীমা এবং তাতেই বিপন্ন হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা,যা বিলীন ও বিলুপ্তকরণে একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করাটা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতির নিকট। তাইতো, বয়োবৃদ্ধ মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাকে রক্ষায় দেশপ্রেম-জাতিপ্রেমের নামে লেনিন, মাও গংরা সমেত তাবৎ পুঁজিতন্ত্রী রাজনৈতিকরা পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ ঠেকাতে যতোই অসত্য ও স্ববিরোধীভাবে অতীত ঐতিহ্য, স্বদেশী গৌরব, দেশের স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি ইত্যকার মুখরোচক রাজনৈতিক প্রচারণায় কাব্যিক আবেগে সাবেকী শোষকদের বানোয়াটি গুণ-কীর্তন করে শ্রমিক শ্রেণীকে বিমোহিত ও বিভ্রান্তকরণের অপচেষ্টায় দেশ-জাতির গন্ডিতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ভাগ-বিভাগ, বিভক্ত ও আবদ্ধ করে পুঁজিতন্ত্রী চোরাবালিতে নিপতীত করার অপপ্রয়াশ চালাক তাতেও শেষ রক্ষা হচ্ছে না, এবং হবে না । ইতঃমধ্যে তাদের বহু অপচেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়েছে, ভবিষ্যতেও তেমন হবে। তবে, বর্ণিত রাজনীতি দ্বারা একালের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বীয় সমাজ শাসনের অক্ষমতাই নয়, বরং পরাজিত শ্রেণীর নিকট আশ্রয়লাভের মাধ্যমে অতীতের গহবরে ঠাঁই নিয়ে নিজেই নিজের 'জীবনমৃত' অবস্থা নিশ্চিত

করেছে। তাই, অতীত আশ্রিত-মৃতবৎ বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজ শাসনে কেবল অযোগ্য ও অক্ষমই নয় বরং,সমাজের জন্য এক ভয়ানক ভারী বোঝা।

পুঁজিতন্ত্র মরণাপন্ন হওয়াসত্ত্বেও মরণভয়ে আতংকিত ও উন্মত্ত পুঁজিপতি শ্রেণী তা রক্ষায় সমাজতন্ত্রের নামে 'লেনিননবাদ' আমদানী করা সহ দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ করে স্বীয় সৃষ্ট আধুনিক রাষ্ট্রকে অকার্যকর-মৃতবৎ বানিয়ে আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংস্থা গঠন করে বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কবরও রচনা করেছে। তবু,ব্যর্থ।

উল্লেখ্য, কোনো দেশ বা জাতি নয় বরং পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর স্রষ্টা। তাইতো, শ্রমিকের কোনো দেশ-জাতি নাই, তবে শৃংখল হারিয়ে জয় করার মতো তাদের আছে একটি বিশ্ব। সুতরাং, কোনো দেশ বা জাতি নয়, বরং খোদ স্রষ্টা-পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর তাবৎ বিরোধ-বৈরীতা। সন্দেহ নাই, পুঁজির শর্তে পুঁজিতন্ত্রে নিস্পত্তির অযোগ্য এই বিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র, যেখানে শ্রম শক্তি কেনার সুযোগ ও শর্ত -ব্যক্তি মালিকানা নাই, তাই পণ্য নাই, পুঁজি নাই, শোষণ নাই, শ্রেণী নাই, অতঃপর, জাতীয়তা সমেত শ্রেণী স্বার্থ হতে উদ্ভূত কোনো মতবাদ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান-রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি নাই,তাইতো মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্য নাই। **সুতরাং,সমাজতন্ত্রে সকলেই সম মর্যাদা সম্পন্ন এবং মুক্ত মানুষ।**

কেবলমাত্র মজুরি শ্রমিকের শ্রমে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ নিজেই অজস্র পণ্য সম্ভারে ভরপুর। কিন্ত, সমাজতন্ত্রে সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিই স্বীয় সক্ষমতা মতো যেমন সামাজিক উৎপাদনের সক্রিয় অংশীদার তেমন সকলেই বৈজ্ঞানিক মনষ্ক বলেই প্রকৃতি বিজয়ে নিরন্তর কর্মী। তা ছাড়া উৎপাদনের উপায় সমূহ হচ্ছে সর্বাধুনিক। তাই সকলের খুবই স্বল্পতম সময়ের পরিকল্পিত উৎপাদনের ফলেই সদা প্রাচুর্য্যে ভরপুর হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। অতঃপর,অপর্যাপ্ততা-অনটন, অভাব-অভিযোগ, বিবাদ-বিরোধ, অনাচার-অশান্তি ইত্যকার কদাকার-কুৎসিৎ বিষয়াদি সমাজতন্ত্রে কল্পনার অতীত। সুতরাং,পূর্ণ মানবিকতায় পরিপূর্ণ মুক্ত-স্বাধীন ও বৈজ্ঞানিক মানুষদের নিরন্তর শান্তি ও প্রশান্তি, অনাবিল আনন্দ, অকৃত্রিম স্নেহ, আদর, ভালোবাসা, প্রেম ও বন্ধুত্বের এক মুক্ত ও মানবিক সমাজ হচ্ছে সমাজতন্ত্র, যা অর্জন করবে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী তার জন্মগত শর্তে ও ঐতিহাসিক দায়-দায়িত্বে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে গঠিত পুঁজিতন্ত্রী সমাজের পূর্বেকার দুই দুইটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজ স্থায়ী হয়নি। কারণ, পুরনো সমাজের অভ্যন্তরে সৃষ্ট উৎপাদনের নতুন

উপায় বা শক্তি স্বীয় ব্যবহারোপযোগী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের তাগিদে তদানুরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠায় পুরনো সামাজিক সম্পর্কের সহিত বিরোধে লিপ্ত হয়। উৎপাদনী ক্রিয়ায় মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক তৈরী হয় উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার ভিত্তিতে তা হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক। পুরনো সমাজের বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদনের নতুন উপায়ের বা শক্তির বিরোধের পরিণতিতে তথা তদার্থে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণী সমূহের শ্রেণী সংঘাত ও শ্রেণী সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে পুরনো সমাজের বিলুপ্তি ও নতুন সমাজের আর্বিভাব ও উত্থান ঘটে। অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন শক্তির বিরোধেই সমাজ পরিবর্তিত হয়। সুতরাং, সাবেকী উৎপাদন সম্পর্কের বিরুদ্ধে নতুন উৎপাদন শক্তির বিদ্রোহ তথা **উৎপাদন সর্ম্পক ও উৎপাদন শক্তির বিরোধ হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের কারণ**। উল্লেখ্য,সমাজ পরিবর্তনের এই সূত্রও আবিস্কার করেছেন মার্কস। অতঃপর, নির্দিষ্ট পরিমানের অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পানি বা চাপ-তাপের পরিবর্তনে পানির বাস্প বা বরফে রূপান্তর হওয়াটা যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম, তেমন বর্ণিত সূত্রে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ পরিবর্তনও অলংগনীয়।

পুঁজিতন্ত্রী সমাজও শ্রেণী বিভক্ত এবং ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক। উপরন্ত, পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্তে পুঁজিতন্ত্রে নিরন্তর উৎপন্ন হচ্ছে নতুন হতে নতুনতরো উৎপাদনের উপায়। ফলে, পণ্যের সংখ্যা,ধরণ ও উৎপাদনও বাড়ছে সমানতালে। কিন্তু, বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণীর দুনিয়া জয়ের পরে পণ্যের বাজারের ভৌগোলিক পরিসর বাড়ার সুযোগহীন পৃথিবীতে ক্রমবর্ধিত উৎপাদিত পণ্যের বিপননের জন্য আবশ্যকীয় ও উপযুক্ত বাজার না থাকায় পাল্লা দিয়ে বাড়ে পণ্যের মজুত।

অতঃপর, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় নতুন নতুন উৎপাদনের উপায়সমূহ উৎপন্নকরণের ফলশ্রুতি-অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু অতিরিক্ত মজুত, ফলে অনিবার্যভাবে মন্দা। অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন সম্পর্কের বিরুদ্ধে নতুন উৎপাদন শক্তির বিদ্রোহ। আর মন্দা মানেই সঞ্চালন সংকট, ফলে পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণী উভয়েরই সংকট ও সমস্যা বাড়ে ও ঘণীভূত হয়। মার্কসের জন্মের ৩ বছর পূর্বে ১৮১৫ সালে বুর্জোয়া শ্রেণী মন্দাক্রান্ত হয় এবং ১৮২৫ সালের মন্দায় ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মন্দায় বুর্জোয়াদের কেউ কেউ দেউলিয়া হয়ে মজুর শ্রেণীভুক্ত হয়। মন্দার সংকট হতে রেহাই পেতে যুদ্ধ, পণ্য ধ্বংস, সামষ্টিক মালিকানার কোম্পানী , উৎপাদন নিয়ন্ত্রন চুক্তি, বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ইত্যকার কলা কৌশল যতোই গ্রহণ করুক, মন্দার কবল হতে রেহাই পায়নি পুঁজিতন্ত্র। তাইতো, ২০০৮ সাল হতে চলে আসছে মন্দা। সি আই

এয়ের তথ্য মতে ২০১৩ সালে পৃথিবীর মোট ১৮২ রাষ্ট্রের মোট জিডিপি হচ্ছে- $ ৮৭.২৫ ট্রিলিয়ন আর মজুতের পরিমান হচ্ছে- $ ৮২.৮৪ ট্রিলিয়ন। যদিও গড়ে ১০% বেকার সহ মোট লেবর ফোর্স ছিল-৩.৩০৮ বিলিয়ন।ছদ্ম বেকারও কম নয়। তবে,জুলাই-২০১৪সালে ধরিত্রীর লোক সংখ্যা ছিল-৭,১৭,৪ ৬,১১, ৫৮৪ জন।

মন্দার পরিণতি হচ্ছে উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার সংকোচন ও সামষ্টিক মালিকানার শর্তাদি সমোপস্থিকরণ ও প্রসারের মাধ্যমে সামাজিক মালিকানার ভিত্তি ও বাস্তবতা নিশ্চিতকরণ ও নির্মাণ। অতঃপর, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে সৃষ্ট মন্দায় যতোই পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার ব্যক্তিমালিকানার নেতিকরণ হচ্ছে ততোই পুঁজিতান্ত্রিক সংকট প্রকট হতে প্রকটতর হচ্ছে। তদানুযায়ী, মন্দার সমস্যা ও সংকটেই ব্যক্তিগত মালিকানার নেতিকরণের নেতিকরণ তথা ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানা, যাতে পুঁজিতন্ত্রে উৎপন্ন উৎপাদনের উপায়সমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের উপযুক্ত সামাজিক সম্পর্ক নিশ্চিত হয়। কাজেই, পুনঃপুন মন্দার পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। অর্থাৎ, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজির পরিণতি হচ্ছে পুঁজির অন্তর্ধান তথা সমাজতন্ত্র। সুতরাং, সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক নিয়ম মতোই পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বিলুপ্তি ও সাম্যতন্ত্রী সমাজের উত্থান ও বিজয় সমানভাবে অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীভূত পুঁজির আধিপত্যে শিল্পোন্নত তথা দুনিয়ার নেতৃস্থানীয় দেশসমূহে সূত্রপাত হয় মন্দার। অতঃপর, বিশ্ব ব্যাপী প্রভাব সৃষ্টিকারী মহা মন্দা যেমন কমিউনিস্ট বিপ্লবের অতিসাম্প্রতিক হেতুবাদ তেমন শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রথম শর্ত। তবে,অনন্য নেতৃস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশগুলোর শ্রমিক শ্রেণীর সম্মিলিত ক্রিয়া হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি।

কমিউনিস্ট লীগ বা প্রথম আন্তর্জাতিক তদার্থে প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যত দু'টির কোনোটিই প্রকৃতার্থে সম্পূর্ণত ও পরিপূর্ণভাবে কমিউনিস্ট নীতি ভিত্তিক গঠিত না হলেও উভয় সংগঠনই কমিউনিস্ট আন্দোলন সংঘটন ও প্রসারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ,প্রথম আন্তর্জাতিকের বিলোপনের পর হতে কমিউনিস্ট আন্দোলন কেবল অনুপস্থিতই নয়, বরং লেনিনবাদের আবরণে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রতিহতকরণে ১৯১৭ সাল হতে ভয়ংকর তৎপরতা চালিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী। তবে, বিষাক্ত লেনিনবাদের খোলস উন্মোচন এবং তা পরিত্যাগ করে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নিরীখে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে

২০০৯ সাল হতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে **ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম**। এটা ঠিক যে, লেনিনবাদী রাজনীতি আমার জীবনের ৩০টি বছর হরণ করেছে। তবে, নতুনভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনের কাজে সেন্টারের প্রতিষ্ঠার কাল হতে সেন্টারের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকাটা আমার জন্য কিছুটামাত্রায় স্বস্থি, তবে আনন্দেরতো বটেই।

মানুষে মানুষে বিরোধ-বৈরীতা, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শত্রুতা-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, হত্যা-জখম, দাংগা-সন্ত্রাস ও যুদ্ধ ইত্যকার বর্বর, ঘৃণ্য ও জঘন্য বিষয়াদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমবয়সী ও তদপ্রসূত এবং তদার্থে সংঘটিত দুস্কর্ম। পুঁজিতন্ত্রী সমাজ উত্তরাধিকার সূত্রে এই সকল দুস্কর্মের কেবল বাহকই নয়,বরং উৎপাদক ও সংরক্ষকও বটে। ফলে, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ নিত্য অশান্তির এক সমাজ। উপরন্ত, পুঁজির অস্থিত্বের শর্তে উৎপাদনের উপায়সমূহের নিরন্তর বিপ্লবীকরণের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও নিরন্তর ভাংগা-গড়া চালাতে বাধ্য। ফলে, **পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে অনিশ্চয়তার নিশ্চিত এক সমাজ**। তাই, ভয়-ভীতি ও শংকা মুক্ত হয়ে নিরাপদে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার সুযোগ কারোই নাই পুঁজিতন্ত্রে।তবে, **স্ববিরোধীভাবে পুঁজিতন্ত্র নিজেই স্বীয় বিলুপ্তির যাবতীয় শর্ত তৈরী করে স্বয়ং ভিত্তি হিসেবে নিত্যই তৈরী করে যাচ্ছে সকলের নিশ্চয়তাপূর্ণ এক নিরন্তর শান্তির সমাজ-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা**।

কাজেই, বিপন্ন পুঁজি ও মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র রক্ষা ও সংরক্ষায় অর্থ-বিত্ত লোভী উন্মত্ত-হিংস্র পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে অনুসৃত তাবৎ নীতি-কৌশল কেবল ইতিহাসকে অস্বীকার করার নামান্তরই নয়, বরং ইতিহাসের চাকাকে পিছনের দিকে ঘুরানোর ব্যর্থ অপচেষ্টা বলেই সে সকল নীতি-কৌশল প্রতিক্রিয়াশীল। বিপরীতে-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিলুপ্তির বৈজ্ঞানিক নীতি বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকাটা হচ্ছে বিপ্লবী কাজ। তাইতো, পুঁজিতন্ত্র বিনাশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা হচ্ছে বিপ্লবী ধারা। অতঃপর, সমাজের বিপ্লবী ধারার সাথে যুক্ত ও সক্রিয় থাকার সাফল্য ও স্বার্থকতার চেয়ে একজন ব্যক্তির ব্যক্তি জীবনের আর কোনো সফলতা বা স্বার্থকতা ইতিহাসের মানদন্ডে আছে কি? না।

সুতরাং,আমিও আমার জীবনের সফলতা ও স্বার্থকতার নিমিত্তে কমিউনিস্ট আন্দোলনে।

সমাজতন্ত্রে বেচা-কেনা নাই। তাইতো, অর্থের উপযোগিতা নাই। সুতরাং, সমাজতন্ত্রে অর্থ নাই।তাই, অর্থ থাকা ও না থাকার বিড়ম্বনা ও সমস্যা সমাজতন্ত্রে

নাই। অতঃপর, 'অর্থহীন জীবন নিরর্থক' হওয়ার সুযোগ যেমন সমাজতন্ত্রে নাই, তেমন 'অর্থই সকল অনার্থের মূল' রূপ ধারণার বিলুপ্তি বৈ উপস্থিতির কোনো হেতু নাই। সুতরাং অর্থ কেন্দ্রীক নোংরামি, অসভ্যতা, হীনতা, সংকীর্ণতা, হিংস্রতা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা ইত্যকার তাবৎ জঞ্জালমুক্ত সমাজ হচ্ছে সমাজতন্ত্র। তাইতো, সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার, হিংসা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা মুক্ত মায়াবী মানুষদের অপার বন্ধুত্ব এবং অবাধ প্রেম-ভালোবাসার এক মুক্ত সমাজ-সমাজতন্ত্রে সকলেই অপার বন্ধুত্ব ও অবাধ প্রেম-ভালোবাসা, যত্ন-স্নেহ ও আদরে সিক্ত,আপ্লুত, পুষ্ঠ ও পূর্ণ হয়ে নিত্যানন্দে সদানন্দ জীবনের সাফল্যে প্রত্যেকেই সফল ও স্বার্থক মানুষ বটে সকলের সফলতা ও স্বার্থকতায়।

অবশ্য,পুঁজিতন্ত্রই সৃষ্টি করছে সকলের অনুরূপ সার্বজনীন সফলতা ও স্বার্থকতার তাবৎ উপাদান ও ভিত্তি । তাইতো,মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের কালে জন্ম নিয়ে সকলের অনুরূপ সার্বজনীন সফল ও স্বার্থক জীবন লাভের আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত-জড়িত ও সক্রিয় থাকাটা জীবনের স্বার্থকতা ও সফলতা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অনুরূপ মুক্ত ও মায়াবী মানুষের সফল ও স্বার্থক জীবন লাভে আমিও কেবলমাত্র সহমত পোষণকারীই নই,বরং প্রত্যাশীও বটে। তাইতো, আমি কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয়।

স্বীকৃত উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষায় জেন্ডারের নিরীখে মানুষে মানুষে ভোক্তা-ভুক্তির অন্যায়-অন্যায্য, অবমাননাকর ও অমর্যাদাকর সম্পর্ক নির্ধারণপূর্বক মানব জাতির একাংশকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র সাব্যস্তে ও অপরাংশের মালিকানাধীন সম্পত্তি গণ্যে দাস প্রভুদের প্রতিষ্ঠিত দাস-প্রভুর সম্পর্ক ভিত্তিক 'পরিবার' ছিল দাস সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট। দাসদের শোষণ, পীড়ন, দমন ও নিয়ন্ত্রণে রাজকীয় কর্তৃত্ব সমেত নানান প্রথা-প্রতিষ্ঠান, নিয়ম-কানুন, নীতি-নৈতিকতা, মতাদর্শ ও তদানুরূপ আচার-আচরণ তথা সংস্কৃতির পত্তন ও চালু করেছিল দাসপ্রভুরা। কর্তৃত্ব ও রীতি-নীতির নতুন কিছু সংযোজনী সহ পরিবারকেই সামাজের সর্বনিম্ন ইউনিট হিসাবে গণ্য করার ধারা অব্যাহত রেখেছিল সামন্ততন্ত্রও।

সামন্ততন্ত্রের গর্ভে সৃষ্ট পুঁজিপতি শ্রেণী, পুঁজির বিকাশ ও অস্তিত্বের শর্তে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ নির্মাণ ও বিকাশে সামন্ততন্ত্রকে পরাজিত ও পরাস্তকরণে সামন্তপ্রভুদের শাসন ক্ষমতার উৎস 'ডিভাইন রাইট' বিষয়ক রাজনৈতিক মতাদর্শ -পরলৌকিকতার বিপরীতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য ও আবশ্যকীয় তাত্ত্বিক উপাদান-ইহলৌকিকতার দর্শন ও নীতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটায়। পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার জন্য

মানবিক যন্ত্র উৎপন্নে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাও করেছে প্রগতিশীল পুঁজিপতি শ্রেণী।

তবে, পুঁজিতন্ত্রে, মজুরি দাসদের শোষণ, পীড়ন, দমন ও নিয়ন্ত্রণে এবং পুঁজির বিকাশ ও অস্তিত্বের শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে রাজনৈতিক দল সমেত আধুনিক তবে হাল আমলে অকার্যকর রাষ্ট্র, এবং জাতিসংঘ, আই এম এফ ইত্যকার বিভিন্ন ধরণের দেশীয় ও বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠন এবং তদার্থে সংবিধি-রীতি ও সংস্কৃতি চালু ও প্রতিষ্ঠা করছে। জন্ম দিয়েছে বহু সংখ্যক বহুজাতিক কোম্পানি ও নানান ধরণের এন জি ও। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রও যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক, তাই দাসতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত 'পরিবার' সংরক্ষায় নানান সংস্কার সাধন করছে দু'মুখো-দ্বিচারী পুঁজিপতি শ্রেণী।

আধুনিক শিল্প,যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির পত্তন, বিকাশ ও প্রসারণে সাবেকী 'পরিবার' ক্রমাগতই ভাংগছে এবং বিলীন হচ্ছে পারিবারিক ব্যবস্থা।যদিচ, ব্যক্তিমালিকানা কেন্দ্রীক মানসিকতা হেতু খুব একটা স্থায়ী হচ্ছে না তবু, বাড়ছে ব্যক্তি পর্যায়ের যোগাযোগ ও সম্পর্ক। তাদেরই ফ্রি লাভ মোভমেন্টের ফলশ্রুতিতে পুঁজিতন্ত্রী কর্তারাই কবুল করছে 'এল জি বি টি' পিপলদের অধিকার। তদার্থে জাতিসংঘ গঠন করেছে এতদ্বিষয়ক কমিশন।অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের পুনঃপুন মন্দায় রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র সমেত জাতিসংঘ, আই এম এফ ইত্যকার প্রতিষ্ঠানগুলোও ব্যর্থ ও অকার্যকর বটে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার স্ববিরোধীতার কারণেই। তবে, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের বা তদার্থে ব্যবহারের বা তদানুরূপ ভোক্তা-ভুক্তির সম্পর্কের অমর্যাদাকর অবস্থার অবসান ঘটিয়ে প্রত্যেকের সমমর্যাদা,স্বাধীনতা ও মুক্তি নিশ্চিত করার বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক উপাদান ও ভিত্তি প্রস্তুত ও প্রসারিত করছে স্ববিরোধী পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাই।তাই,বস্তুতান্ত্রিক কারণেই সমমর্যাদার মুক্ত,স্বাধীন তথা বৈজ্ঞানিক মানুষদের বৈজ্ঞানিক সমাজ- সমাজতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক উপাদান ও প্রযুক্তি সম্পন্ন পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতি।

সন্দেহ নাই, ব্যক্তিগত মালিকানা হতে উদ্ভূত সকল মতাদর্শ, রীতি-নীতি,সংস্কৃতি ও প্রথা-প্রতিষ্ঠান তথা পরিবার হতে আই এম এফ ইত্যকার তাবৎ জঞ্জাল বিলীন, বিলুপ্ত ও অদৃশ্য হবে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ বল প্রয়োগ তথা একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের দ্বারা সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অতঃপর, **সামাজিক উৎপাদন সমন্বয়করণে ও সামাজিক যোগাযোগে আবশ্যকীয় সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও**

সরবরাহে প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে সকলের দ্বারা নির্বাচিত বিশ্বের সকলের একটি সমিতি সমেত সমাজতন্ত্র হচ্ছে স্বাধীন ও মুক্ত মানুষদের মুক্ত সমাজ।

কাজেই, প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশের শর্তে সকলের স্বাধীনতার সমাজ লাভের আন্দোলনে শামিল হওয়ার মতো স্বার্থকতা লাভের সুযোগ লাভকারী ব্যক্তি মাত্রই স্বার্থক ও সফল জীবনের অধিকারী। সংগত কারণেই অনুরূপ ব্যক্তিরা ইতিহাসের পক্ষধারী, ভবিষ্যতমুখিন, সমাজের প্রগতিশীল ধারার স্বপক্ষভুক্ত এবং স্বাধীনতা প্রত্যাশী বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার সচেতন মানুষ । তাই, তারা কমিউনিস্ট বিপ্লবী। তাইতো, কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা বিজ্ঞানী এবং স্বয়ং-দায়িত্ববান। সুতরাং, কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট সমাজ বিনির্মাণে স্বদায়িত্বে স্বেচ্ছা কর্মী। তাইতো, তারা স্বেচ্ছায় বিপ্লবী দায়িত্ব গ্রহণ করে, এবং স্বীয় সুযোগ ও সক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন ও সক্রিয় থাকে।

উল্লেখ্য,পুঁজিতন্ত্র বিনাশে শ্রমিক শ্রেণী একা বিপ্লবী শ্রেণী। অতঃপর, বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর তথা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পার্টি- কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানার অবসান ও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে মজুরি দাসত্ব ও পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত, সংঘটিত, সমন্বিত ও দুনিয়াময় তা বিস্তৃত, প্রসারিত,ঘণীভূত ও শক্তিশালী করা। তাই, কমিউনিস্ট পার্টি যেমন কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি, তেমন তা একটি বৈশ্বিক পার্টি। সুতরাং, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে একটি কমিউনিস্ট পার্টি যেমন এ যুগের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা তেমন অপরিহার্য শর্ত। অতঃপর, কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে সহযোগী ভূমিকা পালন করছে ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম।

মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রে বেড়ে উঠেছি, চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক নানান ঘাত-প্রতিঘাতে বারে বারে যন্ত্রণার গহবরে নিপতিত হয়েছি এবং তা হতে মুক্তিলাভে পৌনঃপুনিক প্রয়াশ ও প্রচেষ্টায় জীবন ও জগত সম্পর্কে জানতে-বুঝতে সক্রিয় থাকতে চেষ্টা করেছি। তাই, স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপক্ষে আমার চিন্তাগত অবস্থানের আধিক্য লাভ করেছে। অন্যদিকে, কমিউনিজম যেহেতু মুক্ত ও স্বাধীন মানুষদের মুক্ত সমাজ সেহেতু, সকলের মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন ও নিশ্চিতিতে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠায় পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থাপনের আন্দোলন হচ্ছে কমিউনিস্ট আন্দোলন। অতঃপর, কমিউনিস্ট আন্দোলন হচ্ছে স্বাধীনতা ও মুক্তি প্রত্যাশী

প্রত্যেকের সক্রিয় অবস্থানের উপযুক্ত ও যথার্থ স্থান। সুতরাং, মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভে আমি কমিউনিস্ট আন্দোলনে।

তবে, কমিউনিস্ট আন্দোলন যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান সমেত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিলোপনের আন্দোলন, সেহেতু এটিতে শামিল হওয়ার বিড়ম্বনা নিতান্তই কম নয়। লক্ষ্যণীয়,প্রতিক্রিয়াশীলরা সংকীর্ণ স্বার্থে নিজেরাই নিজেদের জীবনহানি সংঘটনে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত নয়। তবু, আজকের যুগে ইতিহাস ও মানবিকতার নিরীখে স্বাধীনতা ও মুক্তির লড়াইয়ের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় থাকার চেয়ে আর অন্য কোনো কাজে কারো জীবনের অর্থপূর্ণ সফলতা ও স্বার্থকতা লাভ হতে পারে না। জীবনের সর্বাত্মক স্বার্থকতা ও সফলতার এমন ঐতিহাসিক তথ্য-সূত্র ও সংবাদ জানা-বুঝার পর কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয়া থাকাটাই জীবনের সর্বোত্তম কাজ। সুতরাং, মানব জীবনের সর্বোত্তম কাজে অংশ নিতে আমি কমিউনিস্ট আন্দোলনে।

রোগ, বার্ধক্য ও মৃত্যু প্রতিরোধ, প্রতিহত, পরাজিত ও পরাভূতকরণের তথ্য, সূত্র, কলা-কৌশল ইত্যকার বিষয়াদি পুঁজিতন্ত্রীদের হস্তগত, তবে পুঁজির শর্তে বন্দী । প্রাণ সৃষ্টি, মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়ে তোলা, মৃত ব্যক্তির হৃদযন্ত্র অন্য রোগীর মধ্যে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা এবং প্রাণী এমনকি মানব জন্মের নানান বিকল্প পদ্ধতি ও প্রযুক্তিও অজ্ঞাত নয়। দেহে আবশ্যকীয় জ্বালানী শক্তি যোগাতে কৃষি বহির্ভূত বিকল্প খাবার বা তদার্থের সূত্র-তথ্য এবং নিরাপদ গমনাগমনে দুর্ঘটনামুক্ত বাহন ইত্যকার বিষয়াদিও এখন জানা। প্রয়োজনীয় আরামদায়ক বিশ্রামের সুযোগ ও দেহের তাপের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যাধুনিক বসন ও বসতি তৈরী করা এখনই অসম্ভব নয়। সামাজিক উৎপাদনে কেবল সময় সাশ্রয় করাই নয়, বরং প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহের নিরাপদ ব্যবহারের জন্য ঝুঁকিমুক্ত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও সার্বজনিন ব্যবহার করার মতো আবশ্যকীয় বস্তুগত ও চিন্তাগত শর্তাদি বিদ্যমান।আলোর গতি বা ততোধিক গতি সম্পন্ন বাহন এখনই চিন্তাজগতে ক্রিয়াশীল। সৌরজগতের বিপর্যয় বা সূর্যের প্রয়োজনীয় তাপদানের অক্ষমতায় বিকল্প বা ভিন গ্রহে মানব বসতির চিন্তাও গুরুত্ব পাচ্ছে।পৃথিবীর জল-স্থলের তাবৎ বিষয়াদিতো বটেই সৌরজগত ও মহাবিশ্বের উপাদান ও গতি-প্রকৃতি ইত্যকার বিষয়াদিও অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণী কেবলই পুঁজির তাড়নায় ও স্বার্থে। তবে, সার্বজনীন কল্যাণ নয়, কেবলই পুঁজির স্বার্থে-শর্তে এসকল অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্য পরিচালিত হচ্ছে বলে এ সকল কাজ অবাধে হচ্ছে না। তাই, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের কার্যাদি যেমন আবশ্যকীয় গতি পাচ্ছে না

পুঁজিতন্ত্রে, তেমন সার্বজনীনতাও লাভ করছে না। তাইতো, পুঁজির শৃংখলাবদ্ধ পুঁজির দাস, অর্থ-বিত্ত লোভী মূঢ় পুঁজিপতি শ্রেণী এখনো কেবলমাত্র পৃথিবীরই জলরাশিরতো নয়ই, এমন কি ভূগর্ভস্থ বিষয়াদির মোট পরিমান, আকার-আকৃতি,ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ব্যবহার বা বহুপাক্ষিক ব্যবহার সম্পর্কেও সম্যক অবহিত হতে পারেনি। অথবা, অনুন্য শত প্রকারের রোগ-জীবানু বাহী মাছি, নিজ মল কি করে হাওয়া করে, আজো তা জানে না মানবজাতি। আর মহা বিশ্বের তাবৎ বিষয় ? সেতো দূর-দূরান্ত।

কিন্তু,পুঁজিমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সার্বজনীন কল্যাণে ক্রিয়াশীল বলেই নিবীড়ভাবে ব্যাপৃত থাকবে প্রকৃতি বিজয়ে। তাইতো, সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হবে অবাধে এবং দ্রুততরো গতিতে। সুতরাং, কেবলমাত্র স্বল্পতম সময়ে ধরিত্রীকেই জানা-বুঝা নয়, বরং মহা বিশ্ব ও তার গতি-প্রকৃতি, উপকরণ ও উপাদান ইত্যকার বিষয়ে মুক্তভাবে জানা-বুঝার অবারিত সুযোগ-সুবিধা পাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সকল মানুষ। তাইতো-সমাজতন্ত্রে সকলেই প্রকৃতি ও সমাজের তথ্য-উপাত্ত ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী।

অত:পর, জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষায় শ্রম সাধনের প্রয়োজনীয়তা এতটাই হ্রাস পাবে যে, তা হিসাবের অযোগ্য বলে বিবেচিত বরং প্রকৃতি জয়ের লড়াইয়ে ক্রিয়াশীল থাকার আনন্দে ব্যাপৃত থাকবে বলে পরিপূর্ণ মানবিকবোধ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মানুষদের সমাজ- **সমাজতন্ত্র হচ্ছে সদা সৃষ্টিশীল, সদা প্রফুল্ল ও সদা প্রশান্তির বার্দ্ধক্যমুক্ত চির যৌবনের সুস্বাস্থ্যের মৃত্যুঞ্জয়ী চির তারণ্যদীপ্ত চির সবুজ ও চির প্রত্যয়ী সদানন্দ মানুষদের সমাজ।**

সুতরাং, চির প্রত্যয়ী, চির সবুজ মানুষদের অমন সুন্দর মানবিক সমাজের জন্য কাজ করা তথা স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের আন্দোলন অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয়া থাকার চেয়ে প্রত্যয়ী জীবন আর কিছুতেই হতে পারে না।

অতঃপর, কুৎসিৎ, কদাকার, নিরানন্দ, ভয়-ভীতি ও শংকা এবং চিরকালীন অনিশ্চয়তার মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রী সমাজের মধ্যে বসবাস করেও অমন প্রত্যয়ী জীবনের সুযোগ লাভের প্রত্যয়ে আমি কমিউনিস্ট আন্দোলনে।

বি:দ্র:- মুদ্রিত সংস্করণের কতিপয় অনিচ্ছাকৃত বানানগত ভুল-ত্রুটি এই অন লাইন সংস্করণে সংশোধিত হয়েছে। শাহ্ আলম।

প্রকাশিত বই:

১। লেনিন চীট এন্ড বিট্রেয়িং মার্কস সো আই এম এফ দি ওয়ার্ল্ড লর্ড এন্ড..
২। লেনিনের সংবিধান বর্বর হাম্মুরাবীর কোডের চেয়েও জঘন্য
৩। বাংলাদেশের সংবিধান– না সমাজতান্ত্রিক না গণতান্ত্রিক
মাওয়ের চীন আরো জঘন্য
৪। শ্রেণীহীন সমাজের ইস্তাহার
৫। কমিউনিস্টতো নয়ই জন্মসূত্রেও বলশেভিকরা
খুনি ও ধাপ্পাবাজ বুর্জোয়াদের অধম
৬। লেনিনবাদীরা {সি পি এস ইউ– সি পি আই (এম) }
কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার অনুবাদেও কারসাজি করেছে
৭। পুঁজির পরিণতি
৮। কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো (ইংরেজী ও বাংলা)
৯। কমিউনিজমের জন্য
১০। পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র
11. Fall of USSR Self-Term.
12. No Leninist Party is Communist Party.

প্রকাশনায়: ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম।

Web-site: **www.icwfreedom.org**
e-mail: icwfreedom@gmail.com> **On line group:**
https://www.facebook.com/groups/whatandwhy2/
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.REVOLUTION.UNIVERSAL/
https://www.facebook.com/groups/forcommunism/
Page: https://www.facebook.com/www.icwfreedom.org
Mob: (880) +01715345006.

প্রকাশনায়: ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম, বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড:৩৫৬২, চাঁদপুর। মুদ্রণে: দি চিত্রা প্রিন্টার্স, ২০, নীলক্ষেত, ঢাকা–১২০৫। মুদ্রণ কাল: নভেম্বর, ২০১৪। বিনিময়: দশ টাকা।